উৎসর্গ

1914

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

NATIONAL LIBRARY
No. 4054
DATE 7/7/09
CALCUTTA

মূল্য আট আনা

প্রকাশক

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু

ইণ্ডিয়ান্ পাব্‌লিশিং হাউস

২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

26.OCT.15.

কান্তিক প্রেস

২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

রেভারেণ্ড সি, এফ্, এণ্ডরুজ্

প্রিয়বন্ধুবরেষু

শান্তিনিকেতন
১লা বৈশাখ
১৩২১

সূচী

অত চুপি চুপি কেন কথা কও	..		১১০
আকাশ-সিন্ধু মাঝে এক ঠাঁই		...	৩৮
আছি আমি বিন্দুরূপে, হে অন্তরযামী			৫২
আজ মনে হয় সকলেরি মাঝে	..	...	২৯
আজি হেরিতেছি আমি, হে হিমাদ্রি, গভীর নির্জ্জনে		...	৫৯
আজিকে গহন কালিমা লেগেছে গগনে, ওগো		...	৬৫
আপনারে তুমি করিবে গোপন	...	...	১১
আমার মাঝারে যে আছে, কে গো সে		...	২২
আমার খোলা জানালাতে ..	...	..	৮৬
আমাদের এই পল্লিখানি পাহাড় দিয়ে ঘেরা ...		...	১০৭
আমি চঞ্চল হে	...	...	১৮
আমি যারে ভালবাসি সে ছিল এই গাঁয়ে			৮১
আলোকে আসিয়া এরা লীলা করে যায়	...	...	৯০
আলো নাই, দিন শেষ হ'ল, ওরে	...	...	১০২
ওরে আমার কর্ম্মহারা ...	...	..	৮৩
কত কি যে আসে কত কি যে যায়	..	...	৭২
কথা কও, কথা কও ...	...	..	৭৪
কেবল তব মুখের পানে ..	...	...	৫

কুঁড়িব ভিতবে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হযে ২৩
ক্ষান্ত কবিয়াছ তুমি আপনাবে, তাই হেব আজি ... ৫৮
চিবকাল এ কি লীলা গো ৯২
তুমি আছ হিমাচল ভাবতেব অনন্তসঞ্চিত ৬০
তোমাব বীণায় কত তাব আছে ৯৪
তোমাবে পাছে সহজে বঝি ৯
তোমায চিনি বলে' আমি কবেছি গবব ... ১৩
দুযাবে তোমাব ভিড কবে' যাবা আছে . . ৪৭
দেখ চেযে গিবিব শিবে ৭৬
ধূপ আপনাবে মিলাইতে চাহে গন্ধে ... ৪৩
না জানি কাবে দেখিযাছি ২৫
নিবেদিল বাজভৃত্য,—মহাবাজ, বহু অনুনযে ... ৬৮
পথেব পথিক কবেছ আমায় ১০০
পাগল হইযা বনে বনে ফিবি ১৬
বাহিব হইতে দেখো না এমন কবে ৪৯
ভাবতসমুদ্র তাব বাষ্পোচ্ছ্বাস নিশ্বসে গগনে ... ৬২
ভাবতেব কোন বৃদ্ধ ঋষিব তকণ মূর্ত্তি তুমি ... ৬১
ভোবেব পাখী ডাকে কোথায ১
মন্ত্রে সে যে পূত ৯৭
মোব কিছু ধন আছে সংসাবে ... ৭
যদি ইচ্ছা কব তবে কটাক্ষে হে নাবী ৭১
শূন্য ছিল মন ৫৩
সব ঠাঁই মোব ঘব আছে, আমি ৩২
সাঙ্গ হয়েছে বণ ১০৯

সে ত সেদিনের কথা, বাক্যহীন যবে	..	...	১১৫
সেদিন কি তুমি এসেছিলে, ওগো	...	...	৯৪
হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা	...	...	২৮
হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি	...	...	৪০
হে রাজন্, তুমি আমারে ...	.	.	৪৫
হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ, অভ্রভেদী তোমার সঙ্গীত		...	৫৭
হে হিমাদ্রি, দেবতাত্মা, শৈলে শৈলে আজিও তোমার		...	৬১

১

ভোরের পাখী ডাকে কোথায়
ভোরের পাখী ডাকে।
ভোর না হ'তে ভোরের খবর
কেমন করে' রাখে।
এখনো যে আঁধার নিশি
জড়িয়ে আছে সকল দিশি
কালীবরণ পুচ্ছ-ডোরের
হাজার লক্ষ পাকে।
ঘুমিয়ে পড়া বনের কোণে
পাখী কোথায় ডাকে।

ওগো তুমি ভোরের পাখী,
ভোরের ছোট পাখী।
কোন্ অরুণের আভাস পেয়ে
মেল তোমার আঁখি।
কোমল তোমার পাখার 'পরে
সোনার রেখা স্তরে স্তরে,
বাধা আছে ডানায় তোমার
উষার রাঙা রাখী।
ওগো তুমি ভোরের পাখী,
ভোরের ছোট পাখী।

রয়েছে বট, শতেক জটা
ঝুল্‌চে মাটি ব্যেপে,
পাতার উপর পাতার ঘটা
উঠ্‌ছে ফুলে' ফেঁপে'।
তাহারি কোন্ কোণের শাখে
নিদ্রাহারা ঝিঁঝির ডাকে
বাঁকিয়ে গ্রীবা ঘুমিয়েছিলে
পাখাতে মুখ ঝেঁপে,
যেখানে বট দাঁড়িয়ে একা
জটায় মাটি ব্যেপে।

উৎসর্গ

ওগো ভোরের সরল পাখী
কহ আমায় কহ—
ছায়ায় ঢাকা দ্বিগুণ রাতে
ঘুমিয়ে যখন রহ,
হঠাৎ তোমার কুলায়-’পরে
কেমন করে’ প্রবেশ করে
আকাশ হ’তে আঁধার পথে
আলোর বার্ত্তাবহ ?
ওগো ভোরের সরল পাখী
কহ আমায় কহ।

কোমল তোমার বুকের তলে
রক্ত নেচে উঠে,
উড়্‌বে বলে’ পুলক জাগে
তোমার পক্ষপুটে।
চক্ষু মেলি পূবের পানে
নিদ্রাভাঙা নবীন গানে
অকুণ্ঠিত কণ্ঠ তোমার
উৎসসমান ছুটে!
কোমল তোমার বুকের তলে
রক্ত নেচে উঠে।

এত আঁধারমাঝে তোমার
এতই অসংশয় !
বিশ্বজনে কেহই তোরে
করে না প্রত্যয়।
তুমি ডাক—"দাঁড়াও পথে,
সূর্য্য আসেন স্বর্ণরথে,
রাত্রি নয়, রাত্রি নয়,
রাত্রি নয় নয়।"
এত আঁধারমাঝে তোমার
এতই অসংশয় !

আনন্দেতে জাগো আজি
আনন্দেতে জাগো।
ভোরের পাখী ডাকে যে ঐ
তন্দ্রা এখন নাগো।
প্রথম আলো পড়ুক্ মাথায়,
নিদ্রা-ভাঙা আঁখির পাতায়,
জ্যোতির্ম্ময়ী উদয়-দেবীর
আশীর্ব্বচন মাগো।
ভোরের পাখী গাহিছে ঐ,
আনন্দেতে জাগো।

২

কেবল তব মুখের পানে
চাহিয়া
বাহির হ'নু তিমির রাতে
তরণীখানি বাহিয়া।
অরুণ আজি উঠেছে,
অশোক আজি ফুটেছে,
না যদি উঠে, না যদি ফুটে,
তবুও আমি চলিব ছুটে,
তোমার মুখে চাহিয়া।

নয়ন পাতে ডেকেছ মোরে
নীরবে।
হৃদয় মোর নিমেষ মাঝে
উঠেছে ভরি' গরবে।
শঙ্খ তব বাজিল,
সোনার তরী সাজিল,
না যদি বাজে, না যদি সাজে,
গরব যদি টুটে গো লাজে,
চলিব তবু নীরবে।

কথাটি আমি শুধাবনাক
তোমারে।
দাঁড়াবনাক ক্ষণেক তরে
দ্বিধার ভরে দুয়ারে।
বাতাসে পাল ফুলিছে,
পতাকা আজি দুলিছে,
না যদি ফুলে, না যদি দুলে,
তরণী যদি না লাগে কূলে,
শুধাবনাক তোমারে।

৩

মোর কিছু ধন আছে সংসারে,
বাকি সব ধন স্বপনে,
নিভৃত স্বপনে।
ওগো কোথা মোর আশার অতীত,
ওগো কোথা তুমি পরশ-চকিত,
কোথা গো স্বপনবিহারী।
তুমি এস এস গভীর গোপনে,
এস গো নিবিড় নীরব চরণে,
বসনে প্রদীপ নিবারি,
এস' গো গোপনে!
মোর কিছু ধন আছে সংসারে
বাকি সব আছে স্বপনে
নিভৃত স্বপনে।

রাজপথ দিয়ে আসিয়োনা তুমি
পথ ভরিয়াছে আলোকে,
প্রখর আলোকে।
সবার অজানা, হে মোর বিদেশী,
তোমারে না যেন দেখে প্রতিবেশী,
হে মোর স্বপনবিহারী!
তোমারে চিনিব প্রাণের পুলকে,
চিনিব সজল আঁখির পলকে,
চিনিব বিরলে নেহারি'
পরম পুলকে।
এস প্রদোষের ছায়াতল দিয়ে,
এসোনা পথের আলোকে
প্রখর আলোকে!

৪

তোমারে পাছে সহজে বুঝি
তাই কি এত লীলার ছল
বাহিরে যবে হাসির ছটা
ভিতরে থাকে আঁখির জল।
বুঝি গো আমি, বুঝি গো তব
ছলনা,
যে কথা তুমি বলিতে চাও
সে কথা তুমি বল না!

তোমারে পাছে সহজে ধরি
কিছুরি তব কিনারা নাই,
দশের দলে টানি গো পাছে
বিরূপ তুমি, বিমুখ তাই।
বুঝি গো আমি, বুঝি গো তব
ছলনা,
যে পথে তুমি চলিতে চাও
সে পথে তুমি চল না!

সবার চেয়ে অধিক চাহ
তাই কি তুমি ফিবিযা যাও?
হেলার ভরে খেলার মত
ভিক্ষাঝুলি ভাসায়ে দাও?
বুঝেছি আমি বুঝেছি তব
ছলনা,
সবাব যাহে তৃপ্তি হ'ল
তোমার তাহে হল না!

৫

আপনারে তুমি করিবে গোপন
কি করি ?
হৃদয় তোমার আঁখির পাতায়
থেকে থেকে পড়ে ঠিকরি' !
আজ আসিয়াছ কৌতুক-বেশে,
মাণিকের হার পরি এলোকেশে,
নয়নের কোণে আধ হাসি হেসে
এসেছ হৃদয়-পুলিনে।
ভুলিনে তোমার বাঁকা কটাক্ষে,
ভুলিনে চতুর নিঠুর বাক্যে
ভুলিনে !
কর-পল্লবে দিলে যে আঘাত
করিব কি তাহে আঁখিজলপাত
এমন অবোধ নহি গো !
হাস' তুমি, আমি হাসিমুখে সব
সহি গো !

আজ এই বেশে এসেছ আমায়
ভুলাতে !
কভু কি আসনি দীপ্ত ললাটে
স্নিগ্ধ পরশ বুলাতে ?
দেখেছি তোমার মুখ কথাহারা
জলে ছলছল ম্লান আঁখিতারা,
দেখেছি তোমার ভয়-ভরে সারা
করুণ পেলব মূরতি।
দেখেছি তোমার বেদনা-বিধুর
পলক-বিহীন নয়নে মধুর
মিনতি।
আজি হাসিমাখা নিপুণ শাসনে
তরাস আমি যে পাব মনে মনে
এমন অবোধ নহি গো !
হাস তুমি, আমি হাসিমুখে সব
সহি গো !

৬

তোমায় চিনি বলে' আমি করেছি গরব
লোকের মাঝে,
মোর আঁকা পটে দেখেছে তোমায়
অনেকে অনেক সাজে।
কত জনে এসে মোরে ডেকে কয়—
"কে গো সে"—শুধায় তব পরিচয়,
"কে গো সে?"—
তখন কি কই, নাহি আসে বাণী,
আমি শুধু বলি "কি জানি কি জানি।"
তুমি শুনে' হাস, তারা দুষে মোরে
কি দোষে।

তোমাব অনেক কাহিনী গাহিয়াছি আমি
অনেক গানে।
গোপন বাবতা লুকায়ে রাখিতে
পাবিনি আপন প্রাণে!
কত জন মোবে ডাকিয়া কয়েছে—
"যা গাহিছ তাব অর্থ রয়েছে
কিছু কি ?"
তখন কি কই, নাহি আসে বাণী,
আমি শুধু বলি "অর্থ কি জানি!"
তাবা হেসে' যায়, তুমি হাস বসে
মুচুকি'।

তোমায় জানি না চিনি না এ কথা বল ত
কেমনে বলি ?
খনে খনে তুমি উঁকি মাবি' চাও,
খনে খনে যাও ছলি!
জ্যোৎস্না নিশীথে, পূর্ণ শশীতে,
দেখেছি তোমাব ঘোম্‌টা খসিতে,
আঁখির পলকে পেয়েছি তোমায়
লখিতে!
বক্ষ সহসা উঠিয়াছে দুলি,'
অকারণে আঁখি উঠেছে আকুলি,'
বুঝেছি হৃদয়ে ফেলেছ চরণ
চকিতে!

তোমায় খনে খনে আমি বাঁধিতে-চেয়েছি
কথার ডোরে।
চিরকাল তরে গানের স্থরেতে
রাখিতে চেয়েছি ধরে'।
সোনার ছন্দে পাতিয়াছি ফাঁদ,
বাঁশীতে ভরেছি কোমল নিখাদ,
তবু সংশয় জাগে—ধরা তুমি
দিলে কি ?
কাজ নাই, তুমি যা খুসি তা কর,
ধরা নাই দাও, মোর মন হর,
চিনি বা না চিনি প্রাণ উঠে যেন
পুলকি।

৭

পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম
কস্তুরী মৃগসম।
ফাল্গুন রাতে দক্ষিণ বায়ে
কোথা দিশা খুঁজে পাই না,
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই,
যাহা পাই তাহা চাই না!

বক্ষ হইতে বাহির হইয়া
আপন বাসনা মম
ফিরে মরীচিকা সম !
বাহু মেলি তারে বক্ষে লইতে
বক্ষে ফিরিয়া পাই না ।
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না !

নিজের গানেরে বাঁধিয়া ধরিতে
চাহে যেন বাঁশি মম,
উতলা পাগলসম !
যারে বাঁধি ধরে' তার মাঝে আর
রাগিণী খুঁজিয়া পাই না ।
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না ।

৮

আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসী।
দিন চলে যায়, আমি আনমনে
তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে,
ওগো প্রাণে মনে আমি যে তাহার
পরশ পাবার প্রয়াসী।
আমি সুদূরের পিয়াসী।
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর। তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী।
মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই,
সে কথা যে যাই পাশরি'।

আমি উৎসুক হে,
হে সুদূর, আমি প্রবাসী।
তুমি দুর্লভ দুরাশার মত
কি কথা আমায় শুনাও সতত,
তব ভাষা শুনে তোমারে হৃদয়
জেনেছে তাহার স্বভাষী!
হে সুদূর, আমি প্রবাসী!
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর! তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী।
নাহি জানি পথ, নাহি মোর রথ
সে কথা যে যাই পাশরি'!

আমি উন্মনা হে,
হে সুদূর, আমি উদাসী!
রৌদ্র-মাখানো অলস বেলায়
তরু-মর্ম্মরে, ছায়ার খেলায়
কি মূরতি তব নীলাকাশশায়ী
নয়নে উঠে গো আভাসি!
হে সুদূর, আমি উদাসী!
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর! তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী।
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার
সে কথা যে যাই পাশরি'।

৯

কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে—
কাঁদিছে আপন মনে,—
কুসুমের দলে বন্ধ হয়ে
করুণ কাতর স্বনে
কহিছে সে—হায় হায়,
বেলা যায় বেলা যায় গো
ফাগুনের বেলা যায়।
ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে, ভয় নাই,
কিছু নাই তোর ভাবনা।
কুসুম ফুটিবে, বাঁধন টুটিবে,
পূরিবে সকল কামনা।
নিঃশেষ হয়ে যাবি যবে তুই
ফাগুন তখনো যাবে না।

কুঁড়ির ভিতরে ফিরিছে গন্ধ কিসের আশে
ফিরিছে আপন মাঝে,
বাহিরিতে চায় আকুল শ্বাসে
কি জানি কিসের কাজে।

Ump. 4054, dt 7.9.07

কহিছে সে—হায় হায়,
কোথা আমি যাই, কারে চাই গো
না জানিয়া দিন যায়।
ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে, ভয় নাই,
কিছু নাই তোব ভাবনা
দখিন-পবন দ্বারে দিয়া কান
জেনেছেরে তোর কামনা।
আপনারে তোর না করিয়া ভোর
দিন তোর চলে যাবে না।

কুঁড়ির ভিতরে আকুল গন্ধ ভাবিছে বসে—
ভাবিছে উদাস পারা,—
জীবন আমার কাহার দোষে
এমন অর্থ-হারা!
কহিছে সে—হায় হায়!
কেন আমি কাঁদি, কেন আছি গো
অর্থ না বুঝা যায়!
ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে, ভয় নাই,
কিছু নাই তোর ভাবনা!
যে শুভ প্রভাতে সকলের সাথে
মিলিবি, পূরাবি কামনা,
আপন অর্থ সেদিন বুঝিবি ,
জনম ব্যর্থ যাবে না!

১৫

আমার মাঝারে যে আছে, কে গো সে,
কোন্ বিরহিণী নারী ?
আপন করিতে চাহিনু তাহারে,
কিছুতেই নাহি পারি !
রমণীরে কেবা জানে—
মন তার কোন খানে !
সেবা করিলাম দিবানিশি তার,
গাথি দিনু গলে কত ফুলহার,
মনে হল, সুখে প্রসন্ন মুখে
চাহিল সে মোর পানে।
কিছু দিন যায়,' একদিন হায়
ফেলিল নয়ন বারি—
"তোমাতে আমার কোনো সুখ নাই"
কহে বিরহিণী নারী।

বতনে জড়িত নূপুব তাহাবে
পবাযে দিলাম পায়ে,
বজনী জাগিযা ব্যজন কবিনু
চন্দন-ভিজা বায়ে।
বমণীবে কেবা জানে—
মন তাব কোন্ খানে।
কনক-খচিত পালঙ্ক 'পবে
বসানু তাহাবে বহু সমাদবে,
মনে হল হেন হাসিমুখে যেন
চাহিল সে মোব পানে।
কিছু দিন যায়, লুটাযে ধূলায
ফেলিল নয়ন বাবি
"এ সবে আমাব কোন সুখ নাই"
কহে বিবহিনা নাবী।

বাহিবে আনিনু তাহাবে, কবিতে
হৃদয় দিগ্বিজয়।
সাবথি হইয়া বথখানি তাব
চালানু ধবণীময়।
বমণীবে কেবা জানে—
মন তাব কোন্ খানে!
দিকে দিকে লোক সঁপি দিল প্রাণ,
দিকে দিকে তাব উঠে চাটু গান,

মনে হল তবে দীপ্ত গরবে
চাহিল সে মোর পানে !
কিছু দিন যায় মুখ সে ফিরায়
ফেলে সে নয়ন বারি।
"হৃদয় কুড়ায়ে কোনো সুখ নাই"
কহে বিরহিনী নারী।

আমি কহিলাম "কারে তুমি চাও
ওগো বিরহিনী নারী !"
সে কহিল "আমি যারে চাই, তার
নাম না কহিতে পারি !"
রমণীরে কেবা জানে—
মন তার কোন্ খানে !
সে কহিল "আমি যারে চাই তারে
পলকে যদি গো পাই দেখিবারে,
পুলকে তখনি লব তারে চিনি,
চাহি তার মুখ পানে !"
দিন চলে যায়, সে কেবল হায়
ফেলে নয়নের বারি।
"অজানারে কবে আপন করিব"
কহে বিরহিনী নারী।

১১

না জানি কারে দেখিয়াছি,
দেখেছি কার মুখ!
প্রভাতে আজ পেয়েছি তার চিঠি!
পেয়েছি তাই সুখে আছি,
পেয়েছি এই সুখ
কারেও আমি দেখাবনাক সেটি।
লিখন আমি নাহিক জানি
বুঝি না কি যে রয়েছে বাণী,
যা আছে থাক্ আমার থাক্ তাহা!
পেয়েছি এই সুখে আজি
পবনে উঠে বাঁশরী বাজি',
পেয়েছি সুখে পরাণ গাহে আহা!

পণ্ডিত সে কোথা আছে,
শুনেছি নাকি তিনি
পড়িয়া দেন লিখন নানামত।
যাব না আমি তাঁর কাছে,
তাঁহারে নাহি চিনি,
থাকুন ল'য়ে পুরাণো পুঁথি যত।
শুনিয়া কথা পাব না দিশে,
বুঝেন কি না বুঝিব কিসে,
ধন্দ ল'য়ে পড়িব মহাগোলে।
তাহার চেয়ে এ লিপিখানি
মাথায় কভু রাখিব আনি
যতনে কভু তুলিব ধরি কোলে।

রজনী যবে আঁধারিয়া
আসিবে চারিধারে,
গগনে যবে উঠিবে গ্রহতারা;
ধরিব লিপি প্রসারিয়া
বসিয়া গৃহদ্বারে
পুলকে র'ব হ'য়ে পলক-হারা।
তখন নদী চলিবে বাহি'
যা আছে লেখা তাহাই গাহি;
লিপির গান গাবে বনের পাতা;

আকাশ হ'তে সপ্তঋষি
গাহিবে ভেদি' গহন নিশি
গভীর তানে গোপন এই গাথা।

বুঝি না বুঝি ক্ষতি কিবা,
র'ব অবোধসম,
পেয়েছি যাহা কে ল'বে তাহা কাড়ি' !
রয়েছে যাহা নিশিদিবা
রহিবে তাহা মম,
বুকের ধন যাবে না বুক ছাড়ি'।
খুঁজিতে গিয়া বৃথাই খুঁজি,
বুঝিতে গিয়া ভুল যে বুঝি,
ঘুরিতে গিয়া কাছেরে করি দূর।
না বোঝা মোর লিখনখানি
প্রাণের বোঝা ফেলিল টানি',
সকল গানে লাগায়ে দিল সুর।

১২

হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা !
ওগো তপন তোমার স্বপন দেখি যে করিতে পারিনে সেবা !
শিশির কহিল কাঁদিয়া—
তোমারে রাখি যে বাঁধিয়া
হে রবি, এমন নাহিক আমার বল !
তোমা বিনা তাই ক্ষুদ্র জীবন কেবলি অশ্রুজল !"

"আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো,
তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি,
বাসিতে পারি যে ভালো।"
শিশিরের বুকে আসিয়া
কহিল তপন হাসিয়া,
"ছোট হয়ে আমি রহিব তোমারে ভরি',
তোমার ক্ষুদ্র জীবন গড়িব
হাসির মতন করি'।"

১৩

আজ মনে হয় সকলেরি মাঝে
তোমারেই ভাল বেসেছি।
জনতা বাহিয়া চিরদিন ধরে
শুধু তুমি আমি এসেছি।
দেখি চারিদিক পানে,
কি যে জেগে ওঠে প্রাণে।
তোমার আমার অসীম মিলন
যেন গো সকল খানে।
কত যুগ এই আকাশে যাপিনু
সে কথা অনেক ভুলেছি।
তারায় তারায় যে আলো কাঁপিছে
সে আলোকে দোঁহে দুলেছি।

তৃণ-রোমাঞ্চ ধরণীর পানে
আশ্বিনে নব আলোকে
চেয়ে দেখি যবে আপনার মনে
প্রাণ ভরি উঠে পুলকে।
মনে হয় যেন জানি
এই অকথিত বাণী,
মূক মেদিনীর মর্ম্মের মাঝে
জাগিছে যে ভাবখানি।
এই প্রাণে ভরা মাটির ভিতরে
কত যুগ মোরা জেগেছি,
কত শরতের সোনার আলোকে
কত তৃণে দোঁহে কেঁপেছি!

প্রাচীন কালের পড়ি ইতিহাস
সুখের দুখের কাহিনী;
পরিচিতসম বেজে ওঠে সেই
অতীতের যত রাগিণী।
পুরাতন সেই গীতি
সে যেন আমার স্মৃতি,
কোন্ ভাণ্ডারে সঞ্চয় তার
গোপনে রয়েছে নিতি।

প্রাণে তাহা কত মুদিয়া রয়েছে
কতবা উঠিছে মেলিয়া—
পিতামহদের জীবনে আমরা
দুজনে এসেছি খেলিয়া !

লক্ষ বরষ আগে যে প্রভাত
উঠেছিল এই ভুবনে
তাহার অরুণ-কিরণ-কণিকা
গাঁথনি কি মোর জীবনে ?
সে প্রভাতে কোন্ খানে
জেগেছিনু কেবা জানে !
কি মূরতি মাঝে ফুটালে আমারে
সেদিন লুকায়ে প্রাণে !
হে চির-পুরাণো, চিরকাল মোরে
গড়িছ নূতন করিয়া ;
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর
র'বে চিরদিন ধরিয়া !

১৪

সব ঠাঁই মোর ঘব আছে, আমি
সেই ঘব মরি খুঁজিয়া ;
দেশে দেশে মোব দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া।
পরবাসী আমি যে দুয়ারে চাই—
তারি মাঝে মোব আছে যেন ঠাঁই,
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই
সন্ধান লব বুঝিয়া।
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়,
তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া।

রহিয়া রহিয়া নব বসন্তে
ফুল-সুগন্ধ গগনে
কেঁদে ফেরে হিয়া মিলন-বিহীন
মিলনের শুভ লগনে।
আপনার যারা আছে চারিভিতে
পারিনি তাদের আপন করিতে,
তারা নিশি দিসি জাগাইছে চিতে
বিরহ-বেদনা সঘনে।
পাশে আছে যারা তাদেরি হারায়ে
ফিরে প্রাণ সারা গগনে।

তৃণে পুলকিত যে মাটীর ধরা
লুটায় আমার সামনে—
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া
কেন যে, ক'ব তা কেমনে?
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে,
সে দুয়ার খুলি কবে কোন্ ছলে
বাহির হয়েছি ভ্রমণে!
সেই মূক মাটী মোর মুখ চেয়ে
লুটায় আমার সামনে।

নিশার আকাশ কেমন করিয়া
তাকায় আমার পানে সে!
লক্ষ যোজন দূরের তারকা
মোর নাম যেন জানে সে!
যে ভাষায় তারা করে কানাকানি
সাধ্য কি আর মনে তাহা আনি.
চিরদিবসের ভুলে যাওয়া বাণী
কোন্ কথা মনে আনে সে!
অনাদি উষার বন্ধু আমাব
তাকায় আমার পানে সে।

এ সাত-মহলা ভবনে আমার,
চির-জনমের ভিটাতে
স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে
বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে।
তবু হায় ভুলে যাই বারে বারে
দূরে এসে ঘর চাই বাঁধিবারে,
আপনার বাঁধা ঘরেতে কি পারে
ঘরের বাসনা মিটাতে?
প্রবাসীর বেশে কেন ফিরি হায়
চির-জনমের ভিটাতে!

যদি চিনি, যদি জানিবারে পাই,
ধূলারেও মানি আপনা ;
ছোট-বড়-হীন সবার মাঝারে
করি চিত্তের স্থাপনা ;
হই যদি মাটী, হই যদি জল,
হই যদি তৃণ, হই ফুল ফল,
জীব সাথে যদি ফিরি ধরাতল
কিছুতেই নাই ভাবনা ;
যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে
অন্ত-বিহীন আপনা।

বিশাল বিশ্বে চারি দিক হতে
প্রতি কণা মোরে টানিছে ।
আমার দুয়ারে নিখিল জগৎ
শত কোটি কর হানিছে।
ওরে মাটী, তুই আমারে কি চাস ?
মোর তরে জল দু'হাত বাড়াস ?
নিশ্বাসে বুকে পশিয়া বাতাস
চির আহ্বান আনিছে।
পর ভাবি যারে তারা বারে বারে
সবাই আমারে টানিছে।

আছে আছে প্রেম ধূলায় ধূলায়,
আনন্দ আছে নিখিলে।
মিথ্যায় ঘেরে ছোট কণাটিবে
তুচ্ছ করিয়া দেখিলে।
জগতের যত অণু রেণু সব
আপনার মাঝে অচল নীরব
বহিছে একটি চিব-গৌরব—
এ কথা না যদি শিখিলে,
জীবনে মরণে ভয়ে ভয়ে তবে
প্রবাসী ফিরিবে নিখিলে।

ধূলা সাথে আমি ধূলা হয়ে রব
সে গৌরবের চরণে।
ফুলমাঝে আমি হব ফুলদল
তাঁর পূজারতি বরণে।
যেথা যাই আর যেথায় চাহিরে
তিল ঠাঁই নাই তাঁহার বাহিরে,
প্রবাস কোথাও নাহি রে নাহি রে
জনমে জনমে মরণে!
যাহা হই আমি তাই হয়ে রব
সে গৌরবের চরণে।

ধন্য বে আমি অনন্ত কাল,
ধন্য আমাব ধবণী।
ধন্য এ মাটী, ধন্য সুদূব
তাবকা হিবণ-ববণী।
যেথা আছি আমি আছি তাঁবি দ্বাবে,
নাহি জানি ত্রাণ কেন বল কাবে।
আছে তাঁবি পাবে তাঁবি পাবাবাবে
বিপুল ভুবন-তবণী।
যা হযেছি আমি ধন্য হযেছি
ধন্য এ মোব ধবণী।

১৫

আকাশ-সিন্ধু মাঝে এক ঠাঁই
কিসের বাতাস লেগেছে,—
জগৎ ঘূর্ণী জেগেছে !
ঝলকি' উঠেছে রবিশশাঙ্ক
ঝলকি' উঠেছে তারা,
অযুত চক্র ঘুরিয়া উঠেছে
অবিরাম মাতোয়ারা।
স্থির আছে শুধু একটি বিন্দু
ঘূর্ণির মাঝখানে—
সেইখান হতে স্বর্ণকমল
উঠেছে শূন্যপানে !
সুন্দরী ওগো সুন্দরী !
শতদলদলে ভুবনলক্ষ্মী
দাঁড়ায়ে রয়েছ মরি মরি !
জগতের পাকে সকলি ঘুরিছে,
অচল তোমার রূপরাশি !
নানাদিক হতে নানা দিন দেখি,—
পাই দেখিবারে ওই হাসি !

জনমে মরণে আলোকে আঁধারে
চলেছি হরণে পূরণে,
ঘুরিয়া চলেছি ঘুরণে !
কাছে যাই যাব দেখিতে দেখিতে
চলে যায় সেই দূরে,
হাতে পাই যারে, পলক ফেলিতে
তারে ছুঁয়ে যাই ঘুরে।
কোথাও থাকিতে না পারি ক্ষণেক,
রাখিতে পারিনে কিছু,
মত্ত হৃদয় ছুটে' চলে' যায়
ফেনপুঞ্জের পিছু।
হে প্রেম, হে ধ্রুবসুন্দর !
স্থিরতার নীড় তুমি রচিয়াছ
ঘূর্ণার পাকে খরতর !
দ্বীপগুলি তব গীতমুখরিত,
ঝরে নির্ঝর কলভাষে,
অসীমের চির-চরম শান্তি
নিমেষের মাঝে মনে আসে।

১৬

হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি
দেখা দিলে আজ কি বেশে !
দেখিনু তোমারে পূর্ব্ব গগনে,
দেখিনু তোমারে স্বদেশে।
ললাট তোমার নীল নভতল,
বিমল আলোকে চির-উজ্জ্বল,
নীরব আশিষসম হিমাচল
তব বরাভয় কর,—
সাগর তোমার পরশি চরণ
পদধূলি সদা করিছে হরণ ;
জাহ্নবী তব হার-আভরণ
দুলিছে বক্ষ'পর।
হৃদয় খুলিয়া চাহিনু বাহিরে,
হেরিনু আজিকে নিমেষে—
মিলে গেছ ওগো বিশ্বদেবতা
মোর সনাতন স্বদেশে।

শুনিনু তোমার স্তবের মন্ত্র
        অতীতের তপোবনেতে,—
অমর ঋষির হৃদয় ভেদিয়া
        ধ্বনিতেছে ত্রিভুবনেতে।
প্রভাতে, হে দেব, তরুণ তপনে
দেখা যাও যবে উদয়-গগনে
মুখ আপনার ঢাকি আবরণে
        হিরণ-কিরণে গাঁথা,—
তখন ভারতে শুনি চারিভিতে
মিলি কাননের বিহঙ্গ গীতে,
প্রাচীন নীরব কণ্ঠ হইতে
        উঠে গায়ত্রীগাথা!
হৃদয় খুলিয়া দাঁড়ানু বাহিরে
        শুনিনু আজিকে নিমেষে,
অতীত হইতে উঠিছে, হে দেব,
        তব গান মোর স্বদেশে!

নয়ন মুদিয়া শুনিনু, জানি না
        কোন্ অনাগত বরষে
তব মঙ্গলশঙ্খ তুলিয়া
        বাজায় ভারত হরষে!

ডুবায়ে ধরার রণহুঙ্কার
ভেদি বণিকের ধনঝঙ্কার
মহাকাশতলে উঠে ওঙ্কার
কোনো বাধা নাহি মানি ।
ভারতের শ্বেত হৃদিশতদলে
দাঁড়ায়ে ভারতী তব পদতলে,
সঙ্গীততানে শূন্যে উথলে
অপূর্ব্ব মহাবাণী ।
নয়ন মুদিয়া ভাবীকালপানে
চাহিনু, শুনিনু নিমেষে
তব মঙ্গলবিজয় শঙ্খ
বাজিছে আমার স্বদেশে ।

১৭

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কা'র যুক্তি,
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা,
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।

১৮

তোমার বীণায় কত তার আছে
　　কত না সুরে,
আমি তার সাথে আমার তারটি
　　দিবগো জুড়ে।
তার পর হতে প্রভাতে সাঁঝে
তব বিচিত্র রাগিণী মাঝে
আমারো হৃদয় রণিয়া রণিয়া
　　বাজিবে তবে ;
তোমার সুরেতে আমার পরাণ
　　জড়ায়ে র'বে।

তোমার তারায় মোর আশাদীপ
　　রাখিব জ্বালি'।
তোমার কুসুমে আমার বাসনা
　　দিবগো ঢালি'।
তার পর হতে নিশীথে প্রাতে
তব বিচিত্র শোভার সাথে
আমারো হৃদয় জ্বলিবে, ফুটিবে
　　দুলিবে সুখে,
মোর পরাণের ছায়াটি পড়িবে
　　তোমার মুখে।

১৭

হে রাজন্, তুমি আমারে
বাঁশি বাজাবার দিয়েছ যে ভার
তোমার সিংহ দুয়ারে—
ভুলি নাই তাহা ভুলি নাই,
মাঝে মাঝে তবু ভুলে যাই,
চেয়ে চেয়ে দেখি কে আসে কে যায়
কোথা হতে যায় কোথা রে।

কেহ নাহি চায় থামিতে
শিরে লয়ে বোঝা চলে' যায় সোজা
না চাহে দখিনে বামেতে।
বকুলের শাখে পাখী গায়,
ফুল ফুটে তব আঙিনায়,
না দেখিতে পায় না শুনিতে চায়,
কোথা যায় কোন্ গ্রামেতে!

বাঁশি লই আমি তুলিয়া।
তারা ক্ষণতরে পথের উপরে
বোঝা ফেলে বসে ভুলিয়া।
আছে যাহা চিরপুরাতন
তারে পায় যেন হারাধন,
বলে "ফুল এ কি ফুটিয়াছে দেখি!
পাখী গায় প্রাণ খুলিয়া!"

হে রাজন্ তুমি আমারে
রেখো চিরদিন বিরামবিহীন
তোমার সিংহ দুয়ারে!
যারা কিছু নাহি কহে' যায়,
সুখ-দুখ-ভার বহে' যায়,
তারা ক্ষণতরে বিস্ময়ভরে
দাঁড়াবে পথের মাঝারে
তোমার সিংহ দুয়ারে!

২০

দুয়ারে তোমার ভিড় করে' যারা আছে,
ভিক্ষা তাদের চুকাইয়া দাও আগে।
মোর নিবেদন নিভৃতে তোমার কাছে,
সেবক তোমার অধিক কিছু না মাগে।
ভাঙিয়া এসেছি ভিক্ষাপাত্র,
শুধু বীণাখানি রেখেছিমাত্র,
বসি এক ধারে পথের কিনারে
বাজাই সে বীণা দিবসরাত্র।

দেখ কতজন মাগিছে রতন ধূলি,
কেহ আসিয়াছে যাচিতে নামের ঘটা,—
ভরি নিতে চাহে কেহ বিদ্যার ঝুলি,
কেহ ফিরে যাবে লয়ে বাক্যের ছটা।
আমি আনিয়াছি এ বীণা যন্ত্র,
তব কাছে লব গানের মন্ত্র,
তুমি নিজ হাতে বাঁধ এ বীণায়
তোমার একটি স্বর্ণতন্ত্র।

নগরের হাটে করিব না বেচাকেনা,
লোকালয়ে আমি লাগিব না কোন কাজে,
পাব না কিছুই, রাখিব না কারো দেনা,
অলস জীবন যাপিব গ্রামের মাঝে।
তরুতলে বসি মন্দ-মন্দ
ঝঙ্কার দিব কত-কি ছন্দ,
যত গান গাব, তব বাঁধা তারে
বাজিবে তোমার উদার মন্দ্র।

২১

বাহির হইতে দেখো না এমন করে,
আমায় দেখো না বাহিরে।
আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে,
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহিরে।

সাগরে সাগরে কলরবে যাহা বাজে,
মেঘগর্জ্জনে ছুটে ঝঞ্ঝার মাঝে,
নীরব মন্দ্রে নিশীথ-আকাশে বাজে
আঁধার হইতে আঁধারে আসন পাতিয়া,—
আমি সেই এই মানবের লোকালয়ে
বাজিয়া উঠেছি সুখে দুখে লাজে ভয়ে,
গরজি ছুটিয়া ধাই জয়ে পরাজয়ে
বিপুল ছন্দে উদার মন্দ্রে মাতিয়া।

যে গন্ধ কাঁপে ফুলের বুকের কাছে,
ভোরের আলোকে যে গান ঘুমায়ে আছে,
শারদধান্যে যে আভা আভাসে নাচে
　　কিরণে কিরণে হসিত হিরণে-হরিতে,
সেই গন্ধই গড়েছে আমার কায়া,
সে গান আমাতে রচিছে নূতন মায়া,
সে আভা আমার নয়নে ফেলেছে ছায়া ;—
　　আমার মাঝারে আমারে কে পাবে ধরিতে ?

নর-অরণ্যে মর্ম্মর-তান তুলি
যৌবন-বনে উড়াই কুসুমধূলি,
চিত্ত-গুহায় সুপ্ত রাগিণীগুলি
　　শিহরিয়া উঠে আমার পরশে জাগিয়া।
নবীন উষার তরুণ অরুণে থাকি'
গগনের কোণে মেলি পুলকিত আঁখি,
নীরব প্রদোষে করুণ-কিরণে ঢাকি'
　　থাকি মানবের হৃদয়চূড়ায় লাগিয়া।

তোমাদের চোখে আঁখিজল ঝরে যবে
আমি তাহাদের গেঁথে দিই গীতরবে,
লাজুক হৃদয় যে কথাটি নাহি কবে
　　সুরের ভিতরে লুকাইয়া কহি তাহারে।

নাহি জানি আমি কি পাখা লইয়া উড়ি,
খেলাই ভুলাই দুলাই ফুটাই কুঁড়ি,
কোথা হতে কোন্ গন্ধ যে করি চুরি
সন্ধান তার বলিতে পারি না কাহারে।

যে আমি স্বপন-মুরতি গোপনচারী,
যে আমি আমারে বুঝিতে বুঝাতে নারি,
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি,
সেই আমি কবি, কে পারে আমারে ধরিতে!
মানুষ-আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে,
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমিষের ভরে,
যাহারে কাঁপায় স্তুতি-নিন্দার জ্বরে,
কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে।

২২

আছি আমি বিন্দুরূপে, হে অন্তরযামী,
আছি আমি বিশ্ব-কেন্দ্রস্থলে। "আছি আমি"
এ কথা স্মরিলে মনে মহান্ বিস্ময়
আকুল করিয়া দেয়, স্তব্ধ এ হৃদয়
প্রকাণ্ড রহস্যভারে। "আছি আর আছে",
অন্তহীন আদি প্রহেলিকা, কার কাছে
শুধাইব অর্থ এর? তত্ত্ববিদ তাই
কহিতেছে, "এ নিখিলে আর কিছু নাই,
শুধু এক আছে।" করে তারা একাকার
অস্তিত্ব-রহস্যরাশি করি অস্বীকার।
একমাত্র তুমি জান এ ভব সংসারে
যে আদি গোপন তত্ত্ব,—আমি কবি তারে
চিরকাল সবিনয়ে স্বীকার করিয়া
অপার বিস্ময়ে চিত্ত রাখিব ভরিয়া।

২৩

শূন্য ছিল মন,
নানা কোলাহলে ঢাকা,
নানা-আনাগোনা-আঁকা
দিনের মতন।
নানা জনতায় ফাঁকা,
কর্ম্মে অচেতন
শূন্য ছিল মন।

জানি না কখন এল নূপুর-বিহীন
নিঃশব্দ গোধূলি।
দেখি নাই স্বর্ণ রেখা,
কি লিখিল শেষ লেখা
দিনান্তের তুলি।
আমি যে ছিলাম একা
তা-ও ছিনু ভুলি।
আইল গোধূলি।

হেনকালে আকাশের বিস্ময়ের মত
কোন্ স্বর্গ হতে
চাঁদখানি ল'য়ে হেসে
শুক্ল-সন্ধ্যা এল ভেসে

আঁধারের স্রোতে।
বুঝি সে আপনি মেশে
আপন আলোতে।
এল কোথা হতে।

অকস্মাৎ-বিকশিত পুষ্পের পুলকে
তুলিলাম আঁখি।
আর কেহ কোথা নাই
সে শুধু আমারি ঠাঁই
এসেছে একাকী।
সম্মুখে দাঁড়াল তাই
মোর মুখে রাখি
অনিমেষ আঁখি।

রাজহংস এসেছিল কোন্ যুগান্তরে
শুনেছি পুরাণে।
দময়ন্তী আলবালে
স্বর্ণঘটে জল ঢালে
নিকুঞ্জ-বিতানে,—
কার কথা হেনকালে
কহি গেল কানে
শুনেছি পুরাণে।

জ্যোৎস্নাসন্ধ্যা তারি মত আকাশ বহিয়া
এল মোর বুকে।
কোন্ দূর প্রবাসের
লিপিখানি আছে এর
ভাষাহীন মুখে!
সে যে কোন উৎসুকের
মিলন কৌতুকে
এল মোর বুকে!

দুইখানি শুভ্র ডানা ঘেরিল আমারে
সর্ব্বাঙ্গে হৃদয়ে।
স্কন্ধে মোর রাখি শির
নিস্পন্দ রহিল স্থির,
কথাটি না ক'য়ে।
কোন্ পদ্ম-বনানীর
কোমলতা ল'য়ে
পশিল হৃদয়ে?

আর কিছু বুঝি নাই, শুধু বুঝিলাম
আছি আমি একা।
এই শুধু জানিলাম
জানি নাই তার নাম
লিপি যার লেখা।

এই শুধু বুঝিলাম
না পাইলে দেখা
রব আমি একা।

ব্যর্থ হয়, ব্যর্থ হয় এ দিন-রজনী,
এ মোর জীবন।
হায় হায়, চিরদিন
হয়ে আছে অর্থহীন
এ বিশ্বভুবন।
অনন্ত প্রেমের ঋণ
করিছে বহন
ব্যর্থ এ জীবন।

ওগো দূত দূরবাসী, ওগো বাক্যহীন,
হে সৌম্য-সুন্দর।
চাহি তব মুখপানে
ভাবিতেছি মুগ্ধপ্রাণে
কি দিব উত্তর?
অশ্রু আসে দু'নয়ানে,
নির্ব্বাক্ অন্তর,
হে সৌম্য-সুন্দর!

২৪

হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ, অভ্রভেদী তোমার সঙ্গীত
তরঙ্গিয়া চলিয়াছে অনুদাত্ত উদাত্ত স্বরিত
প্রভাতের দ্বার হ'তে সন্ধ্যার পশ্চিম নীড়পানে
দুর্গম দুরূহ পথে কি জানি কি বাণীর সন্ধানে!
দুঃসাধ্য উচ্ছ্বাস তব শেষ প্রান্তে উঠি আপনার
সহসা মুহূর্তে যেন হারায়ে ফেলেছে কণ্ঠ তার,
ভুলিয়া গিয়াছে সব সুর,—সামগীত শব্দহারা
নিয়ত চাহিয়া শূন্যে বরষিছে নির্ঝরিণী ধারা!

হে গিরি, যৌবন তব যে দুর্দম অগ্নিতাপবেগে
আপনারে উৎসারিয়া মরিতে চাহিয়াছিল মেঘে—
সে তাপ হারায়ে গেছে, সে প্রচণ্ড গতি অবসান,
নিরুদ্দেশ চেষ্টা তব হয়ে গেছে প্রাচীন পাষাণ!
পেয়েছ আপন সীমা, তাই আজি মৌন শান্ত হিয়া
সীমাবিহীনের মাঝে আপনারে দিয়েছ সঁপিয়া।

২৫

ক্ষান্ত করিয়াছ তুমি আপনারে, তাই হের আজি
তোমার সর্ব্বাঙ্গ ঘেরি পুলকিছে শ্যাম শষ্পরাজি
প্রস্ফুটিত পুষ্পজালে, বনস্পতি শত বরষার
আনন্দবর্ষণকাব্য লিখিতেছে পত্রপুঞ্জে তার
বল্কলে শৈবালে জটে, সুদুর্গম তোমার শিখর
নির্ভয় বিহঙ্গ যত কলোল্লাসে করিছে মুখর।
আসি নরনারীদল তোমার বিপুল বক্ষপটে
নিঃশঙ্ক কুটীরগুলি বাঁধিয়াছে নির্ঝরিণীতটে।
যেদিন উঠিয়াছিলে অগ্নিতেজে স্পর্দ্ধিতে আকাশ,
কম্পমান ভূমণ্ডলে, চন্দ্রসূর্য্য করিবারে গ্রাস,—
সেদিন, হে গিরি, তব এক সঙ্গী আছিল প্রলয়,
যখনি থেমেছ তুমি বলিয়াছ, "আর নয়, নয়",
চারিদিক হ'তে এল তোমা'পরে আনন্দ-নিশ্বাস,
তোমার সমাপ্তি ঘেরি বিস্তারিল বিশ্বের বিশ্বাস।

২৬

আজি হেরিতেছি আমি, হে হিমাদ্রি, গভীর নির্জ্জনে
পাঠকের মত তুমি বসে আছ অচল আসনে,
সনাতন পুঁথিখানি তুলিয়া লয়েছ অঙ্ক'পরে।
পাষাণের পত্রগুলি খুলিয়া গিয়াছে থরে থরে
পড়িতেছ একমনে। ভাঙিল গড়িল কত দেশ,
গেল এল কত যুগ—পড়া তব হইল না শেষ।
আলোকের দৃষ্টিপথে এই যে সহস্র খোলা পাতা
ইহাতে কি লেখা আছে ভব-ভবানীর প্রেম গাথা?
নিরাসক্ত নিরাকাঙ্ক্ষ ধ্যানাতীত মহাযোগীশ্বর
কেমনে দিলেন ধরা সুকোমল দুর্ব্বল সুন্দর
বাহুর করুণ আকর্ষণে? কিছু নাহি চাহি যাঁর,
তিনি কেন চাহিলেন—ভাল বাসিলেন নির্ব্বিকার,—
পরিলেন পরিণয়পাশ? এই যে প্রেমের লীলা
ইহারি কাহিনী বহে, হে শৈল, তোমার যত শিলা!

২৭

তুমি আছ হিমাচল ভারতের অনন্তসঞ্চিত
তপস্যার মত। স্তব্ধ ভূমানন্দ যেন রোমাঞ্চিত
নিবিড় নিগূঢ়ভাবে পথশূন্য তোমার নির্জ্জনে,
নিষ্কলঙ্ক নিহারের অভ্রভেদী আত্মবিসর্জ্জনে।

তোমার সহস্রশৃঙ্গ বাহু তুলি কহিছে নীরবে
ঋষির আশ্বাসবাণী—"শুন শুন বিশ্বজন সবে
জেনেছি, জেনেছি আমি!" যে ওঙ্কার আনন্দ-আলোতে
উঠেছিল ভারতের বিরাট গভীর বক্ষ হ'তে
আদিঅন্তবিহীনের অখণ্ড অমৃত লোকপানে,
সে আজি উঠিছে বাজি, গিরি, তব বিপুল পাষাণে!
একদিন এ ভারতে বনে বনে হোমাগ্নি-আহুতি
ভাষাহারা মহাবার্ত্তা প্রকাশিতে করেছে আকূতি,
সেই বহ্নিবাণী আজি অচল প্রস্তরশিখারূপে
শৃঙ্গে শৃঙ্গে কোন্ মন্ত্র উচ্ছ্বাসিছে মেঘধূম্রস্তূপে!

হে হিমাদ্রি, দেবতাত্মা, শৈলে শৈলে আজিও তোমার
অভেদাঙ্গ হরগৌরী আপনারে যেন বারংবার
শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিস্তারিয়া ধরিছেন বিচিত্র মূরতি!
ওই হেরি ধ্যানাসনে নিত্যকাল স্তব্ধ পশুপতি,
দুর্গম দুঃসহ মৌন; জটাপুঞ্জ তুষারসংঘাত
নিঃশব্দে গ্রহণ করে উদয়াস্ত রবিরশ্মিপাত
পূজাস্বর্ণপদ্মদল। কঠিন প্রস্তরকলেবর
মহান্-দরিদ্র, রিক্ত, আভরণহীন দিগম্বর।
হের তাঁরে অঙ্গে অঙ্গে এ কি লীলা করেছে বেষ্টন—
মৌনেরে ঘিরিছে গান, স্তব্ধেরে করেছে আলিঙ্গন
সফেন চঞ্চল নৃত্য, রিক্ত কঠিনেরে ওই চুমে
কোমল শ্যামলশোভা নিত্যনব পল্লবে কুসুমে
ছায়ারৌদ্রে মেঘের খেলায়! গিরিশেরে রয়েছেন ঘিরি
পার্ব্বতী মাধুরীচ্ছবি তব শৈলগৃহে হিমগিরি।

২৯

ভারতসমুদ্র তার বাষ্পোচ্ছ্বাস নিশ্বসে গগনে
আলোক করিয়া পান, উদাস দক্ষিণ সমীরণে,
অনির্ব্বচনীয় যেন আনন্দের অব্যক্ত আবেগ।
ঊর্দ্ধবাহু হিমাচল, তুমি সেই উদ্বাহিত মেঘ
শিখরে শিখরে তব ছায়াচ্ছন্ন গুহায় গুহায়
রাখিছ নিরুদ্ধ করি,—পুনর্ব্বার উন্মুক্ত ধারায়
নূতন আনন্দ স্রোতে নব প্রাণে ফিরাইয়া দিতে
অসীম জিজ্ঞাসারত সেই মহাসমুদ্রের চিতে।
সেইমত ভারতের হৃদয়সমুদ্র এতকাল
করিয়াছে উচ্চারণ ঊর্দ্ধপানে যে বাণী বিশাল,—
অনন্তের জ্যোতিস্পর্শে অনন্তেরে যা দিয়েছে ফিরে—
রেখেছ সঞ্চয় করি হে হিমাদ্রি তুমি স্তব্ধশিরে।
তব মৌন শৃঙ্গমাঝে তাই আমি ফিরি অন্বেষণে
ভারতের পরিচয় শান্ত শিব অদ্বৈতের সনে।

৩০

ভারতের কোন্ বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্ত্তি তুমি
হে আর্য্য আচার্য্য জগদীশ ? কি অদৃশ্য তপোভূমি
বিরচিলে এ পাষাণ নগরীর শুষ্ক ধূলিতলে ?
কোথা পেলে সেই শান্তি এ উন্মত্ত জনকোলাহলে
যার তলে মগ্ন হয়ে মুহূর্ত্তে বিশ্বের কেন্দ্রমাঝে
দাঁড়াইলে একা তুমি—এক যেথা একাকী বিরাজে
সূর্য্যচন্দ্র-পুষ্পপত্র-পশুপক্ষী-ধূলায় প্রস্তরে,—

এক তন্দ্রাহীন প্রাণ নিত্য যেথা নিজ অঙ্ক 'পরে
দুলাইছে চরাচর নিঃশব্দ সঙ্গীতে। মোরা যবে
মত্ত ছিনু অতীতের অতি দূর নিষ্ফল গৌরবে,
পরবস্ত্রে, পরবাক্যে, পর-ভঙ্গিমার ব্যঙ্গরূপে
কল্লোল করিতেছিনু স্ফীত কণ্ঠে ক্ষুদ্র অন্ধকূপে—
তুমি ছিলে কোন্ দূরে? আপনার স্তব্ধ ধ্যানাসন
কোথায় পাতিয়াছিলে? সংযত গম্ভীর করি' মন
ছিলে রত তপস্যায় অরূপরশ্মির অন্বেষণে
লোক-লোকান্তের অন্তরালে,—যেথা পূর্ব্ব ঋষিগণে
বহুত্বের সিংহদ্বার উদ্ঘাটিয়া একের সাক্ষাতে
দাঁড়াতেন বাক্যহীন স্তম্ভিত বিস্মিত জোড়হাতে।
হে তপস্বী, ডাক তুমি সামমন্ত্রে জলদগর্জ্জনে
"উত্তিষ্ঠত নিবোধত।" ডাক শাস্ত্র-অভিমানীজনে
পাণ্ডিত্যের পণ্ডতর্ক হতে। সুবৃহৎ বিশ্বতলে
ডাক মূঢ় দাম্ভিকেরে। ডাক দাও তব শিষ্যদলে—
একত্রে দাঁড়াক্ তারা তব হোম-হুতাগ্নি ঘিরিয়া।
আরবার এ ভারত আপনাতে আসুক্ ফিরিয়া
নিষ্ঠায়, শ্রদ্ধায়, ধ্যানে,—বসুক্ সে অপ্রমত্ত চিতে
লোভহীন দ্বন্দ্বহীন শুদ্ধ শান্ত গুরুর বেদীতে।

৩১

আজিকে গহন কালিমা লেগেছে গগনে, ওগো,
দিক্‌দিগন্ত ঢাকি' ।—
আজিকে আমরা কাঁদিয়া শুধাই সঘনে ওগো,
আমরা খাঁচার পাখী ;—
হৃদয়বন্ধু, শুনগো বন্ধু মোর,
আজি কি আসিল প্রলয় রাত্রি ঘোর ?
চিরদিবসের আলোক গেল কি মুছিয়া ?
চিরদিবসের আশ্বাস গেল ঘুচিয়া ?
দেবতার কৃপা আকাশের তলে
কোথা কিছু নাহি বাকি ?—
তোমাপানে চাই, কাঁদিয়া শুধাই
আমরা খাঁচার পাখী।

ফাল্গুন এলে সহসা দখিন পবন হ'তে
মাঝে মাঝে রহি' রহি'
আসিত সুবাস সুদূর কুঞ্জভবন হ'তে
অপূর্ব্ব আশা বহি'।
হৃদয়বন্ধু, শুনগো বন্ধু মোর,
মাঝে মাঝে যবে রজনী হইত ভোর,
কি মায়ামন্ত্রে বন্ধনদুখ নাশিয়া
খাঁচার কোণেতে প্রভাত পশিত হাসিয়া
ঘনমসী-আঁকা লোহার শলাকা
সোনার সুধায় মাখি'!
নিখিল বিশ্ব পাইতাম প্রাণে
আমরা খাঁচার পাখী।

আজি দেখ ওই পূর্ব্ব অচলে চাহিয়া, হোথা
কিছুই না যায় দেখা,—
আজি কোনো দিকে তিমিরপ্রান্ত দাহিয়া, হোথা
পড়েনি সোনার রেখা।
হৃদয়বন্ধু, শুনগো বন্ধু মোর,
আজি শৃঙ্খল বাজে অতি সুকঠোর।
আজি পিঞ্জর ভুলাবারে কিছু নাহিরে,
কার সন্ধান করি অন্তরে-বাহিরে!

মরীচিকা ল'য়ে জুড়াব নয়ন
আপনারে দিব ফাঁকি
সে আলোটুকুও হারায়েছি আজি
আমরা খাঁচার পাখী !

ওগো আমাদের এই ভয়াতুর বেদনা যেন
তোমারে না দেয় ব্যথা !
পিঞ্জরদ্বারে বসিয়া তুমিও কেঁদনা যেন
ল'য়ে বৃথা আকুলতা !
হৃদয়বন্ধু, শুনগো বন্ধু মোর,
তোমার চরণে নাহি ত লৌহডোর !
সকল মেঘের উর্দ্ধে যাওগো উড়িয়া,
সেথা ঢাল তান বিমল শূন্য জুড়িয়া,—
"নেবে নি, নেবে নি প্রভাতের রবি"
কহ আমাদেব ডাকি',
মুদিয়া নয়ান শুনি সেই গান
আমরা খাঁচার পাখী !

৩২

নিবেদিল রাজভৃত্য,– "মহারাজ, বহু অনুনয়ে
সাধুশ্রেষ্ঠ নরোত্তম তোমার সোনার দেবালয়ে
না ল'য়ে আশ্রয় আজি পথপ্রান্তে তরুচ্ছায়াতলে
করিছেন নামসঙ্কীর্ত্তন। ভক্তবৃন্দ দলে দলে
ঘেরি তাঁরে দরদর-উচ্ছলিত আনন্দধারায়
ধৌত ধন্য করিছেন ধরণীর ধূলি। শূন্যপ্রায়
দেবাঙ্গণ। ভৃঙ্গ যথা স্বর্ণময় মধুভাণ্ড ফেলি'
সহসা কমলগন্ধে মত্ত হ'য়ে, দ্রুত পক্ষ মেলি'
ছুটে যায় গুঞ্জরিয়া উন্মীলিত পদ্ম-উপবনে
উন্মুখ পিপাসাভরে, সেই মত নরনারীগণে
সোনার দেউল পানে না তাকায়ে চলিয়াছে ছুটি'
যেথায় পথের প্রান্তে ভক্তের হৃদয়পদ্ম ফুটি'
বিতরিছে স্বর্গের সৌরভ। রত্নবেদিকার পরে
একা দেব রিক্ত দেবালয়ে।"

শুনি রাজা ক্ষোভভরে
সিংহাসন হ'তে নামি' গেলা চলি যেথা তরুচ্ছায়ে
সাধু বসি তৃণাসনে ; কহিলেন নমি' তাঁর পায়ে,
"হের প্রভু স্বর্ণশীর্ষ নৃপতিনির্ম্মিত নিকেতন
অভ্রভেদী দেবালয়, তারে কেন করিয়া বর্জ্জন
দেবতার স্তবগান গাহিতেছ পথপ্রান্তে বসে ?"
"সে মন্দিরে দেব নাই"—কহে সাধু।
রাজা কহে রোষে
"দেব নাই ? হে সন্ন্যাসী, নাস্তিকের মত কথা কহ !
রত্ন-সিংহাসনপরে দীপিতেছে রতন বিগ্রহ—
শূন্য তাহা ?"
"শূন্য নয়, রাজদম্ভে পূর্ণ"—সাধু কহে,
"আপনারে স্থাপিয়াছ, জগতের দেবতারে নহে !"
ভ্রুকুঞ্চিয়া কহে রাজা,—"বিংশলক্ষ স্বর্ণ-মুদ্রা দিয়া
রচিয়াছি অনিন্দিত যে মন্দির অম্বর ভেদিয়া,
পূজামন্ত্রে নিবেদিয়া দেবতারে করিয়াছি দান,
তুমি কহ সে মন্দিরে দেবতার নাই কোন স্থান ?"
শান্তমুখে কহে সাধু—"যে বৎসর বহ্নিদাহে
গৃহহীন প্রজাদলে এল চলে প্রবাহে প্রবাহে
দাঁড়াইল দ্বারে তব, কেঁদে গেল ব্যর্থ প্রার্থনায়
অরণ্যে, গুহার গর্ভে, পথপ্রান্তে, তরুর ছায়ায়,
অশ্বত্থবিদীর্ণ জীর্ণ মন্দির প্রাঙ্গণে, সে বৎসর
বিংশলক্ষ মুদ্রা দিয়া রচি' তব স্বর্ণদৃপ্ত ঘর
দেবতারে সমর্পিলে। সেদিন কহিলা ভগবান্—

আমার অনাদি ঘরে অগণ্য আলোক দীপ্যমান
অনন্ত নীলিমা মাঝে ; দীনশক্তি যে ক্ষুদ্র কৃপণ
নাহি পারে গৃহ দিতে গৃহহীন নিজ প্রজাগণে,
সে আমারে গৃহ করে দান ?—চলি গেলা সেই ক্ষণে
পথপ্রান্তে তরুতলে দীনসাথে দীনের আশ্রয়।
অগাধ সমুদ্রমাঝে স্ফীত ফেন যথা শূন্যময়
তেমনি পরম শূন্য তোমার মন্দির বিশ্বতলে,
স্বর্ণ আর দর্পের বুদ্বুদ !"

রাজা জ্বলি' রোষানলে
কহিলেন, "রে ভণ্ড পামর ! মোর রাজ্য ত্যাগ করে
এ মুহূর্ত্তে চলি যাও।"

সন্ন্যাসী কহিল শান্তস্বরে—
"ভক্তবৎসলেরে তুমি যেথায় পাঠালে নির্ব্বাসনে
সেইখানে মহারাজ নির্ব্বাসিত কর ভক্তজনে।"

৩৩

যদি ইচ্ছা কর তবে কটাক্ষে হে নারী,
কবির বিচিত্র গান নিতে পার কাড়ি'
আপন চরণপ্রান্তে ; তুমি মুগ্ধ চিতে
মগ্ন আছ আপনার গৃহের সঙ্গীতে।
স্তবে তব নাহি কান, তাই স্তব করি,
তাই আমি ভক্ত তব অনিন্দ্য সুন্দরী।
ভুবন তোমারে পূজে, জেনেও জাননা,
ভক্তদাসীসম তুমি কর আরাধনা
খ্যাতিহীন প্রিয়জনে। রাজমহিমারে
যে কর-পরশে তব পার করিবারে
দ্বিগুণ মহিমান্বিত, সে সুন্দর করে
ধূলি ঝাঁট দাও তুমি আপনার ঘরে।
সেই ত মহিমা তব সেই ত গরিমা,
সকল মাধুর্য্য চেয়ে তারি মধুরিমা!

৩৪

কত কি যে আসে কত কি যে যায়
বাহিয়া চেতনা-বাহিনী।
আঁধারে আড়ালে গোপনে নিয়ত
হেথা হোথা তারি পড়ে' থাকে কত,—
ছিন্ন সূত্র বাছি' শত শত
তুমি গাঁথ বসে' কাহিনী,
ওগো একমনা, ওগো অগোচরা,
ওগো স্মৃতি-অবগাহিনী।

তব ঘরে কিছু ফেলা নাহি যায়
ওগো হৃদয়ের গেহিনী !
কত সুখ দুখ আসে প্রতিদিন
কত ভুলি, কত হয়ে আসে ক্ষীণ,
তুমি তাই লয়ে বিরামবিহীন
রচিছ জীবনকাহিনী ।
আঁধারে বসিয়া কি যে কর কাজ
ওগো স্মৃতি-অবগাহিনী !

কত যুগ ধরে এমনি গাঁথিছ,
হৃদি-শতদলশায়িনী ।
গভীর নিভৃতে মোর মাঝখানে
কি যে আছে কি যে নাই কেবা জানে,
কি জানি রচিলে আমার পরাণে
কত না যুগের কাহিনী !
কত জনমের কত বিস্মৃতি
ওগো স্মৃতি-অবগাহিনী !

৩১

কথা কও, কথা কও,
অনাদি অতীত! অনন্ত রাতে
কেন চেয়ে বসে রও?
কথা কও, কথা কও!
যুগযুগান্ত ঢালে তার কথা
তোমার সাগরতলে,
কত জীবনের কত ধারা এসে
মিশায় তোমার জলে!
সেথা এসে তার স্রোত নাহি আর,
কলকল ভাষ নীরব তাহার,—
তরঙ্গহীন ভীষণ মৌন;
তুমি তারে কোথা লও?
হে অতীত, তুমি হৃদয়ে আমার
কথা কও, কথা কও!

কথা কও, কথা কও।
স্তব্ধ অতীত, হে গোপনচারী,
অচেতন তুমি নও—
কথা কেন নাহি কও!
তব সঞ্চার শুনেছি আমার
মর্ম্মের মাঝখানে,
কত দিবসের কত সঞ্চয়
রেখে যাও মোর প্রাণে!

হে অতীত, তুমি ভুবনে ভুবনে
কাজ করে যাও গোপনে গোপনে,
মুখর দিনের চপলতা মাঝে
স্থির হয়ে তুমি রও।
হে অতীত, তুমি গোপনে হৃদয়ে
কথা কও, কথা কও।

কথা কও, কথা কও।
কোনো কথা কভু হারাওনি তুমি
সব তুমি তুলে লও,—
কথা কও, কথা কও।
তুমি জীবনের পাতায় পাতায়
অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ
মজ্জায় মিশাইয়া।
যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই,
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী
স্তম্ভিত হয়ে রও।
ভাষা দাও তারে, হে মুনি অতীত,
কথা কও, কথা কও।

৩৬

দেখ চেয়ে গিরির শিরে
মেঘ করেছে গগন ঘিরে,
    আর কোরো না দেরি।
ওগো আমার মনোহরণ,
ওগো স্নিগ্ধ ঘনবরণ,
    দাঁড়াও তোমায় হেরি।
দাঁড়াও গো ঐ আকাশকোলে,
দাঁড়াও আমার হৃদয় দোলে,
    দাঁড়াও গো ঐ শ্যামলতৃণ 'পরে,
আকুল চোখের বারি বেয়ে
দাঁড়াও আমার নয়ন ছেয়ে,
    দাঁড়াও আমার জন্মজন্মান্তরে।

অম্‌নি করে ঘনিয়ে তুমি এস,
অম্‌নি করে তড়িৎ হাসি হেস,
অম্‌নি করে উড়িয়ে দিও কেশ !
অম্‌নি করে নিবিড় ধারাজলে
অম্‌নি করে ঘন তিমির তলে
আমায় তুমি কর নিরুদ্দেশ ।

ওগো তোমার দরশ লাগি,
ওগো তোমার পরশ মাগি,
গুমরে মোর হিয়া ।
রহি রহি পরাণ ব্যেপে
আগুনরেখা কেঁপে কেঁপে
যায় যে ঝলকিয়া ।
আমার চিত্ত আকাশ জুড়ে
বলাকাদল যাচ্চে উড়ে
জানিনে কোন্ দূর সমুদ্রপারে ।
সজলবায়ু উদাস ছুটে,
কোথায় গিয়ে কেঁদে উঠে
পথবিহীন গহন অন্ধকারে ।
ওগো তোমার আন খেয়ার তরী,
তোমার সাথে যাব অকূল'পরি,

যাব সকল বাঁধন-বাধা-খোলা।
ঝড়ের বেলা তোমার স্মিতহাসি
লাগ্‌বে আমার সর্ব্বদেহে আসি,
তরাস-সাথে হরষ দিবে দোলা!

ঐ যেখানে ঈশানকোণে
তড়িত হানে ক্ষণে ক্ষণে
বিজন উপকূলে,
তটের পায়ে মাথা কুটে'
তরঙ্গদল ফেনিয়ে উঠে
গিরির পদমূলে;
ঐ যেখানে মেঘের বেণী
জড়িয়ে আছে বনের শ্রেণী
মর্ম্মরিছে নারিকেলের শাখা,
গরুড়সম ঐ যেখানে
ঊর্দ্ধশিরে গগনপানে
শৈলমালা তুলেছে নীল পাখা,
কেন আজি আনে আমার মনে
ঐখানেতে মিলে' তোমার সনে
বেঁধেছিলেম বহুকালের ঘর,
হোথায় ঝড়ের নৃত্যমাঝে
ঢেউয়ের সুরে আজো বাজে
যুগান্তরের মিলনগীতিস্বর।

কেগো চিরজনম ভরে
নিয়েছ মোর হৃদয় হরে’
　　উঠ্‌ছে মনে জেগে !
নিত্যকালের চেনাশোনা
কর্‌চে আজি আনাগোনা
　　নবীন ঘন মেঘে !
কত প্রিয়মুখের ছায়া
কোন্ দেহে আজ নিল কায়া,
　　ছড়িয়ে দিল সুখদুখের রাশি,
আজ্‌কে যেন দিশে দিশে
ঝড়ের সাথে যাচ্চে মিশে
　　কত জন্মের ভালবাসাবাসি !
　　তোমায় আমায় যতদিনের মেলা,
　　লোকলোকান্তে যত কালের খেলা
এক মুহূর্ত্তে আজ কর সার্থক।
　　এই নিমেষে কেবল তুমি একা,
　　জগৎ জুড়ে দাও আমারে দেখা,
জীবন জুড়ে মিলন আজি হোক্ !

পাগল হ’য়ে বাতাস এল,
ছিন্ন মেঘে এলোমেলো
　　হচ্চে বরিষণ,

জানি না দিগ্‌দিগন্তরে
আকাশ ছেয়ে কিসের তরে
চল্‌ছে আয়োজন।
পথিক গেছে ঘরে ফিরে,
পাখীরা সব গেছে নীড়ে
তরণী সব বাঁধা ঘাটের কোলে,
আজি পথের দুই কিনারে
জাগিছে গ্রাম রুদ্ধ দ্বারে
দিবস আজি নয়ন নাহি খোলে।
শান্ত হ'বে শান্ত হ'বে প্রাণ,
ক্ষান্ত করিস্ প্রগল্‌ভ এই গান,
স্তব্ধ করিস্ বুকের দোলাদুলি।
হঠাৎ যদি দুয়ার খুলে যায়,
হঠাৎ যদি হরষ লাগে গায়
তখন চেয়ে দেখিস্ আঁখি তুলি।

৩৭

আমি যারে ভালবাসি সে ছিল এই গাঁয়ে,
বাঁকা পথের ডাহিন পাশে, ভাঙা ঘাটের বাঁয়ে।
কে জানে এই গ্রাম,
কে জানে এর নাম,
ক্ষেতের ধারে মাঠের পারে বনের ঘন ছায়ে।
শুধু আমার হৃদয় জানে সে ছিল এই গাঁয়ে।

বেণুশাখার আড়াল দিয়ে চেয়ে আকাশ পানে
কত সাঁঝের চাঁদ ওঠা সে দেখেছে এইখানে।
কত আষাঢ় মাসে
ভিজে মাটির বাসে
বাদলা হাওয়া বয়ে গেছে তাদের কাঁচা ধানে।
সে সব ঘনঘটার দিনে সে ছিল এইখানে।

এই দীঘি, ঐ আমের বাগান, ঐ যে শিবালয়,
এই আঙিনা ডাক্ নামে তার জানে পরিচয়।
এই পুকুরে তারি
সাঁতার-কাটা বারি,
ঘাটের পথ-রেখা তারি চরণ লেখাময়।
এই গাঁয়ে সে ছিল কে সেই জানে পরিচয়।

এই যাহারা কলস নিয়ে দাঁড়ায় ঘাটে আসি'
এরা সবাই দেখেছিল তারি মুখের হাসি।
কুশল পুছি তারে
দাঁড়াত তার দ্বারে
লাঙল কাঁধে চল্‌চে মাঠে ঐ যে প্রাচীন চাষী।
সে ছিল এই গাঁয়ে আমি যারে ভালবাসি।

পালের তরী কত যে যায় বহি' দখিন বায়ে,
দূরপ্রবাসের পথিক এসে বসে বকুল ছায়ে.
পারের যাত্রিদলে
খেয়ার ঘাটে চলে,
কেউ গো চেয়ে দেখে না ঐ ভাঙা ঘাটের বাঁয়ে
আমি যারে ভালবাসি সে ছিল এই গাঁয়ে।

৩৮

ওবে আমার কর্ম্মহারা ওরে আমার সৃষ্টিছাড়া
ওরে আমার মনরে আমাব মন !
জানিনে তুই কিসেব লাগি কোন্ জগতে আছিস্ জাগি,
কোন্ সেকালের বিলুপ্ত ভুবন !
কোন্ পুরাণো যুগেব বাণী অর্থ যাহাব নাহি জানি,
তোমার মুখে উঠ্‌ছে আজি ফুটে।
অনন্ত তোর প্রাচীন স্মৃতি কোন্ ভাষাতে গাঁথ্‌চে গীতি
শুনে চক্ষে অশ্রুধারা ছুটে।
আজি সকল আকাশ জুড়ে যাচ্চে তোমার পাখা উড়ে
তোমাব সাথে চল্‌তে আমি নারি।
তুমি যাদের চিনি বলে’ টান্‌চ বুকে নিচ্চ কোলে
আমি তাদেব চিন্‌তে নাহি পারি !

আজ্‌কে নবীন চৈত্র মাসে পুবাতনের বাতাস আসে,
খুলে গেছে যুগান্তরের সেতু।
মিথ্যা আজি কাজের কথা, আজ জেগেছে যে সব ব্যথা
এই জীবনে নাইক তাহার হেতু।
গভীর চিত্তে গোপন শালা সেথা ঘুমায় যে রাজবালা
জানিনে সে কোন জনমের পাওয়া !

দেখে নিলেম ক্ষণেক তারে, যেমনি আজি মনের দ্বারে
যবনিকা উড়িয়ে দিল হাওয়া।
ফুলের গন্ধ চুপে চুপে আজি সোনার কাঠিরূপে
ভাঙাল তার চিরযুগের ঘুম।
দেখচে লয়ে মুকুর করে আঁকা তাহার ললাট পরে
কোন জনমের চন্দন-কুঙ্কুম।

আজকে হৃদয় যাহা কহে মিথ্যা নহে সত্য নহে,
কেবল তাহা অরূপ অপরূপ।
খুলে গেছে কেমন করে' আজি অসম্ভবের ঘরে
মর্চে-পড়া পুরাণো কুলুপ।
সেথায় মায়াদ্বীপের মাঝে নিমন্ত্রণের বীণা বাজে,
ফেনিয়ে উঠে নীল সাগরের ঢেউ,
মর্ম্মরিত-তমাল-ছায়ে ভিজে-চিকুর শুকায় বায়ে
তাদের চেনে চেনে না বা কেউ।
শৈলতলে চরায় ধেনু রাখালশিশু বাজায় বেণু
চূড়ায় তারা সোনার মালা পরে।
সোনার তুলি দিয়া লিখা চৈত্র মাসের মরীচিকা
কাঁদায় হিয়া অপূর্ব্বধন-তরে।

গাছের পাতা যেমন কাঁপে দখিন বায়ে মধুর তাপে,
তেমনি মর্ম্ম কাঁপ্‌চে সারা প্রাণ।
কাঁপ্‌চে দেহে কাঁপ্‌চে মনে হাওয়ার সাথে আলোর সনে
মর্ম্মরিয়া উঠ্‌চে কলতান।

কোন্ অতিথি এসেছে গো কারেও আমি চিনিনে গো,
মোর দ্বারে কে করছে আনাগোনা!
ছায়ায় আজি তরুর মূলে ঘাসের পরে নদীর কূলে
ওগো তোরা শোনা আমায় শোনা—
দূর আকাশের ঘুমপাড়ানি মৌমাছিদের মনহারানি
জুঁই-ফোটানো ঘাস-দোলানো গান,
জলের গায়ে পুলক-দেওয়া ফুলের গন্ধ কুড়িয়ে-নেওয়া
চোখের পাতে ঘুম-বোলানো তান!

শুনাস্‌নে গো ক্লান্ত বুকের বেদ্‌না যত সুখের দুখের
প্রেমের কথা, আশার নিরাশার।
শুনাও শুধু মৃদুমন্দ অর্থবিহীন কথার ছন্দ
শুধু সুরের আকুল ঝঙ্কার!
ধারাযন্ত্রে সিনান করি' যত্নে তুমি এস পরি'
চাঁপাবরণ লঘুবসনখানি।
ভালে আঁক ফুলের রেখা চন্দনেরি পত্রলেখা,
কোলের 'পরে সেতার লহ টানি'!
দূর দিগন্তে মাঠের পারে সুনীল ছায়া গাছের সারে
নয়ন দুটি মগন করি চাও!
ভিন্নদেশী কবির গাঁথা অজানা কোন্ ভাষার গাথা
গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া গাও!

৩৭

আমার খোলা জানালাতে
শব্দবিহীন চরণপাতে
কে এলে গো, কে গো তুমি এলে !
একলা আমি বসে আছি
অস্তলোকের কাছাকাছি
পশ্চিমেতে দুটি নয়ন মেলে।
অতি সুদূর দীর্ঘপথে
আকুল তব আঁচল হ'তে
আঁধারতলে গন্ধরেখা রাখি'
জোনাক-জ্বালা বনের শেষে
কখন্ এলে দুয়াবদেশে
শিথিল কেশে ললাটখানি ঢাকি !

তোমাব সাথে আমার পাশে
কত গ্রামের নিদ্রা আসে,
পান্থবিহীন পথের বিজনতা,
ধূসর আলো কত মাঠের,
বধূশূন্য কত ঘাটের
আঁধার কোণে জলের কলকথা !

শৈলতটের পায়ের পরে
তরঙ্গদল ঘুমিয়ে পড়ে
স্বপ্ন তারি আন্‌লে বহন করি',
কত বনের শাখে শাখে
পাখীর যে গান সুপ্ত থাকে
এনেছ তাই মৌন নূপুর ভরি।

মোর ভালে ঐ কোমল হস্ত
এনে দেয় গো সূর্য্য-অস্ত,
এনে দেয় গো কাজের অবসান,
সত্যমিথ্যা ভালমন্দ
সকল সমাপনের ছন্দ,
সন্ধ্যানদীব নিঃশেষিত তান।
আঁচল তব উড়ে এসে
লাগে আমার বক্ষে কেশে,
দেহ যেন মিলায় শূন্যপবি,
চক্ষু তব মৃত্যুসম
স্তব্ধ আছে মুখে মম
কালো আলোয় সর্ব্বহৃদয় ভরি।

যেমনি তব দখিনপাণি
তুলে নিল প্রদীপখানি
রেখে দিল আমার গৃহকোণে

গৃহ আমার একনিমেষে
ব্যাপ্ত হ'ল তারার দেশে
তিমিরতটে আলোর উপবনে।
আজি আমার ঘরের পাশে
গগনপারের কা'রা আসে
অঙ্গ তাদের নীলাম্বরে ঢাকি।
আজি আমার দ্বারের কাছে
অনাদি রাত স্তব্ধ আছে
তোমার পানে মেলি তাহার আঁখি।

এই মুহূর্ত্তে আধেক ধরা
ল'য়ে তাহার আঁধার-ভরা
কত বিরাম, কত গভীর প্রীতি
আমার বাতায়নে এসে
দাড়াল আজ দিনের শেষে,
শোনায় তোমায় গুঞ্জরিত গীতি।
চক্ষে তব পলক নাহি,
ধ্রুবতারার দিকে চাহি
তাকিয়ে আছ নিরুদ্দেশের পানে।
নীরব দুটি চরণ ফেলে
আঁধার হতে কে গো এলে
আমার ঘরে আমার গীতে গানে।

কত মাঠের শূন্যপথে,
কত পুরীর প্রান্ত হ'তে
কত সিন্ধুবালুর তীরে তীরে,
কত শান্ত নদীর পারে,
কত স্তব্ধ গ্রামের ধারে,
কত সুপ্ত গৃহদুয়ার ফিরে'
কত বনের বায়ুর পরে
এলোচুলের আঘাত করে'
আসিলে আজ হঠাৎ অকারণে।
বহু দেশের বহু দূরের
বহু দিনের বহু সুরের
আনিলে গান আমার বাতায়নে।

৪০

আলোকে আসিয়া এরা লীলা করে যায়
আঁধারেতে চলে যায় বাহিরে।
ভাবে মনে বৃথা এই আসা আর যাওয়া,
অর্থ কিছুই এর নাহি রে।
কেন আসি, কেন হাসি,
কেন আঁখিজলে ভাসি,
কার কথা বলে যাই,
কার গান গাহি রে।
অর্থ কিছুই তার নাহি রে।

ওরে মন আয় তুই সাজ ফেলে আয়,
মিছে কি করিস্ নাট-বেদীতে ?
বুঝিতে চাহিস্ যদি বাহিরেতে আয়
খেলা ছেড়ে আয় খেলা দেখিতে।
ওই দেখ নাটশালা
পরিয়াছে দীপমালা,
সকল রহস্য তুই
চাস্ যদি ভেদিতে
নিজে না ফিরিস্ নাট-বেদীতে।

নেমে এসে দূরে এসে দাঁড়াবি যখন,—
দেখিবি কেবল, নাহি খুঁজিবি,
এই হাসি-রোদনের মহানাটকের
অর্থ তখন কিছু বুঝিবি।
একের সহিত এ'কে
মিলাইয়া নিবি দেখে',
বুঝে নিবি,—বিধাতার
সাথে নাহি যুঝিবি,—
দেখিবি কেবল, নাহি খুঁজিবি।

৪১

চিরকাল এ কি লীলা গো—
অনন্ত কলরোল !
অশ্রুত কোন্ গানের ছন্দে
অদ্ভুত এই দোল !
দুলিছ গো, দোলা দিতেছ।
পলকে আলোকে তুলিছ, পলকে
আঁধারে টানিয়া নিতেছ।
সমুখে যখন আসি,
তখন পুলকে হাসি,
পশ্চাতে যবে ফিরে যায় দোলা
ভয়ে আঁখিজলে ভাসি।
সমুখে যেমন পিছেও তেমন
মিছে করি মোরা গোল !
চিরকাল এ কি লীলা গো
অনন্ত কলরোল।

ডান হাত হতে বাম হাতে লও,
বাম হাত হতে ডানে।
নিজধন তুমি নিজেই হরিয়া
কি যে কর কেবা জানে !
কোথা বসে আছ একেলা !
সব রবিশশী কুড়ায়ে লইয়া
তালে তালে কর এ খেলা !

খুলে দাও ক্ষণতরে,
ঢাকা দাও ক্ষণপরে,
মোরা কেঁদে ভাবি আমারি কি ধন
কে লইল বুঝি হরে' ?
দেওয়া-নেওয়া তব সকলি সমান,
সে কথাটি কেবা জানে।
ডান হাত হতে বাম হাতে লও,
বাম হাত হতে ডানে।

এইমত চলে চিরকাল গো
শুধু যাওয়া, শুধু আসা !
চির দিনরাত আপনার সাথ
আপনি খেলিছ পাশা !
আছে ত যেমন যা' ছিল,
হারায়নি কিছু ফুরায়নি কিছু
যে মরিল যেবা বাঁচিল !
বহি' সব সুখ দুখ
এ ভুবন হাসিমুখ,
তোমারি খেলার আনন্দে তার
ভরিয়া উঠেছে বুক।
আছে সেই আলো, আছে সেই গান,
আছে সেই ভালবাসা।
এইমত চলে চিরকাল গো
শুধু যাওয়া, শুধু আসা।

৪২

সেদিন কি তুমি এসেছিলে, ওগো
সে কি তুমি, মোর সভাতে?
হাতে ছিল তব বাঁশি,
অধরে অবাক্ হাসি,
সেদিন ফাগুন মেতে উঠেছিল
মদ-বিহ্বল শোভাতে।
সে কি তুমি, ওগো, তুমি এসেছিলে
সেদিন নবীন প্রভাতে—
নব-যৌবন-সভাতে?

সেদিন আমার যত কাজ ছিল
সব কাজ তুমি ভুলালে।
খেলিলে সে কোন্ খেলা,
কোথা কেটে গেল বেলা।
ঢেউ দিয়ে দিয়ে হৃদয়ে আমার
রক্ত কমল দুলালে।

পুলকিত মোর পরাণে তোমার
বিলোল নয়ন বুলালে,—
সব কাজ মোর ভুলালে।

তার পরে হায় জানিনে কখন্
ঘুম এল মোর নয়নে!
উঠিনু যখন জেগে,
ঢেকেছে গগন মেঘে,—
তরুতলে আছি একেলা পড়িয়া
দলিত পত্র-শয়নে।
তোমাতে আমাতে রত ছিনু যবে
কাননে কুসুম-চয়নে
ঘুম এল মোর নয়নে।

সেদিনের সভা ভেঙে গেছে সব
আজি ঝরঝর বাদরে।
পথে লোক নাহি আর,
রুদ্ধ করেছি দ্বার,
একা আছে প্রাণ ভূতলে শয়ান
আজিকার ভরা ভাদরে।
তুমি কি দুয়ারে আঘাত করিলে,
তোমারে লব কি আদরে
আজি ঝরঝর বাদরে?

তুমি যে এসেছ ভস্মমলিন
তাপস মূরতি ধরিয়া।
স্তিমিত নয়নতারা
ঝলিছে অনলপারা,
সিক্ত তোমার জটাজূট হতে
সলিল পড়িছে ঝরিয়া।
বাহির হইতে ঝড়ের আঁধার
আনিয়াছ সাথে করিয়া
তাপস-মূরতি ধরিয়া।

নমি হে ভীষণ, মৌন, রিক্ত,
এস মোর ভাঙা আলয়ে।
ললাটে তিলকরেখা,
যেন সে বহ্নিলেখা,
হস্তে তোমার লৌহদণ্ড
বাজিছে লৌহ বলয়ে।
শূন্য ফিরিয়া যেয়ো না, অতিথি,
সব ধন মোর না লয়ে।
এস এস ভাঙা আলয়ে।

৪৩

মন্ত্রে সে যে পূত
রাখীর রাঙা সুতো,
বাঁধন দিয়েছিনু হাতে ;
আজ্ কি আছে সেটি হাতে ?
বিদায়-বেলা এল মেঘের মত ব্যেপে,
গ্রন্থি বেঁধে দিতে দু'হাত গেল কেঁপে,
সেদিন থেকে থেকে চক্ষুদুটি ছেপে
ভরে' যে এল জলধারা।
আজ্‌কে বসে আছি পথের এক পাশে,
আমের ঘন বোলে বিভোল মধুমাসে,
তুচ্ছ কথাটুকু কেবল মনে আসে
ভ্রমর যেন পথহারা ;—
সেই যে বাম হাতে একটি সরু রাখী
আধেক রাঙা, সোনা আধা
আজো কি আছে সেটি বাঁধা ?

পথ যে কতখানি
কিছুই নাহি জানি,
মাঠের গেছে কোন্ শেষে,
চৈত্র ফসলের দেশে।
যখন গেলে চলে তোমার গ্রীবামূলে
দীর্ঘ বেণী তব এলিয়ে ছিল খুলে',
মাল্যখানি গাঁথা সাঁজের কোন্ ফুলে
লুটিয়ে পড়েছিল পায়ে।
একটুখানি তুমি দাঁড়িয়ে যদি যেতে।
নতুন ফুলে দেখ কানন ওঠে মেতে,
দিতেম ত্বরা করে' নবীন মালা গেঁথে
কনকচাঁপা-বনছায়ে।
মাঠের পথে যেতে তোমার মালাখানি
প'ল কি বেণী হতে খসে?
আজ্‌কে ভাবি তাই বসে।

নূপুর ছিল ঘরে
গিয়েছ পায়ে পরে',
নিয়েছ হেথা হ'তে তাই,
অঙ্গে আর কিছু নাই।
আকুল কলতানে শতেক রসনায়
চরণ ঘেরি' তব কাঁদিছে করুণায়,
তাহারা হেথাকার বিরহবেদনায়
মুখর করে তব পথ।

জানি না কি এত যে তোমার ছিল ত্বরা,
কিছুতে হ'ল না যে মাথার ভূষণ পরা,
দিতেম খুঁজে এনে সিঁথিটি মনোহরা
রহিল মনে মনোরথ।
হেলায় বাঁধা সেই নূপুর দুটি পায়ে
আছে কি পথে গেছে খুলে,
সে কথা ভাবি তরুমূলে!

অনেক গীত গান
করেছি অবসান
অনেক সকালে ও সাঁজে
অনেক অবসরে কাজে!
তাহারি শেষ গান আধেক লয়ে কানে
দীর্ঘপথ দিয়ে গেছ সুদূর পানে,
আধেক জানা সুরে আধেক ভোলা তানে
গেয়েছ গুন্‌গুন্‌ স্বরে।
কেন না গেলে শুনি একটি গান আরো,
সে গান শুধু তব, সে নহে আর কারো,
তুমিও গেলে চলে সময় হল তারো,
ফুট্‌ল তব পূজা-তরে!
মাঠের কোন্‌খানে হারাল শেষ সুর
যে গান দিয়ে গেলে শেষে,
ভাবি যে তাই অনিমেষে!

৪৪

পথের পথিক করেছ আমায়
সেই ভালো, ওগো সেই ভালো।
আলেয়া জ্বালালে প্রান্তরভালে
সেই আলো মোর সেই আলো।
ঘাটে বাঁধা ছিল খেয়া-তরি,
তাও কি ডুবালে ছল করি'?
সাঁতারিয়া পার হব বহি ভাব,
সেই ভালো মোর সেই ভালো।

ঝড়ের মুখে যে ফেলেছ আমায়
সেই ভালো, ওগো সেই ভালো !
সব সুখজালে বজ্র জ্বালালে
সেই আলো মোর সেই আলো !
সাথী যে আছিল নিলে কাড়ি',
কি ভয় লাগালে গেল ছাড়ি !
একাকীর পথে চলিব জগতে
সেই ভালো মোর সেই ভালো !

কোনো মান তুমি রাখনি আমার
সেই ভালো, ওগো সেই ভালো !
হৃদয়ের তলে যে আগুন জ্বলে
সেই আলো মোর সেই আলো !
পাথেয় যে ক'টি ছিল কড়ি
পথে খসি কবে গেছে পড়ি',
শুধু নিজবল আছে সম্বল
সেই ভালো মোর সেই ভালো !

৪৫

আলো নাই, দিন শেষ হ'ল, ওরে
পান্থ, বিদেশী পান্থ।
ঘণ্টা বাজিল দূরে,
ও-পারের রাজপুরে,
এখনো যে পথে চলেছিস্ তুই
হায়রে পথশ্রান্ত
পান্থ, বিদেশী পান্থ!

দেখ্ সবে ঘরে ফিরে এল, ওরে
পান্থ, বিদেশী পান্থ!
পূজা সারি দেবালয়ে
প্রসাদী কুসুম লয়ে',
এখন ঘুমের কর আয়োজন
হায়রে পথশ্রান্ত
পান্থ, বিদেশী পান্থ!

রজনী আঁধার হয়ে আসে, ওরে
পান্থ, বিদেশী পান্থ !
ওই যে গ্রামের পরে
দীপ জ্বলে ঘরে ঘরে,
দীপহীন পথে কি করিবি একা
হায়রে পথশ্রান্ত
পান্থ, বিদেশী পান্থ !

এত বোঝা লয়ে কোথা যাস্, ওরে
পান্থ, বিদেশী পান্থ !
নামাবি এমন ঠাঁই
পাড়ায় কোথা কি নাই ?
কেহ কি শয়ন রাখে নাই পাতি'
হায়রে পথশ্রান্ত
পান্থ, বিদেশী পান্থ !

পথের চিহ্ন দেখা নাহি যায়
পান্থ, বিদেশী পান্থ !
কোন্ প্রান্তরশেষে
কোন্ বহুদূর-দেশে,
কোথা তোর রাত হবে যে প্রভাত
হায়রে পথশ্রান্ত
পান্থ, বিদেশী পান্থ !

৪৬

সাঙ্গ হয়েছে রণ।
অনেক যুঝিয়া অনেক খুঁজিয়া
শেষ হল আয়োজন।
তুমি এস, এস নারী,
আন তব হেমঝারি।
ধুয়ে-মুছে দাও ধূলির চিহ্ন,
জোড়া দিয়ে দাও ভগ্ন-ছিন্ন,
সুন্দর কর, সার্থক কর
পুঞ্জিত আয়োজন।
এস সুন্দরী নারী
শিরে লয়ে হেমঝারি!

হাটে আর নাহি কেহ।
শেষ করে' খেলা ছেড়ে এনু মেলা,
গ্রামে গড়িলাম গেহ।
তুমি এস, এস নারী,
আন গো তীর্থবারি!
স্নিগ্ধ-হসিত বদন-ইন্দু
সিঁথায় আঁকিয়া সিঁদূর-বিন্দু,
মঙ্গল কর, সার্থক কর
শূন্য এ মোর গেহ!
এস কল্যাণী নারী
বহিয়া তীর্থবারি!

বেলা কত যায় বেড়ে'।
কেহ নাহি চাহে খর-রবি-দাহে
পরবাসী পথিকেরে!
তুমি এস, এস নারী,
আন তব সুধাবারি!
বাজাও তোমার নিষ্কলঙ্ক
শত-চাঁদে-গড়া শোভন শঙ্খ,
বরণ করিয়া সার্থক কর'
পরবাসী পথিকেরে!
আনন্দময়ী নারী,
আন তব সুধাবারি!

স্রোতে যে ভাসিল ভেলা।
এবারের মত দিন হল গত
এল বিদায়ের বেলা।
তুমি এস, এস নারী,
আন গো অশ্রুবারি!
তোমার সজল কাতর দৃষ্টি
পথে করে' দিক করুণাবৃষ্টি,
ব্যাকুল বাহুর পরশে ধন্য
হোক্ বিদায়ের বেলা!
অয়ি বিষাদিনী নারী
আন গো অশ্রুবারি।

আঁধার নিশীথরাতি।
গৃহ নির্জ্জন শূন্য শয়ন
জ্বলিছে পূজার বাতি।
তুমি এস, এস নারী,
আন তর্পণবারি!
অবারিত কার ব্যথিত বক্ষ
খোল হৃদয়ের গোপন কক্ষ,
এলো-কেশপাশে শুভ্র-বসনে
জ্বালাও পূজার বাতি।
এস তাপসিনী নারী,
আন তর্পণবারি!

৪৭

আমাদের এই পল্লিখানি পাহাড় দিয়ে ঘেরা,
দেবদারুর কুঞ্জে ধেনু চরায় রাখালেরা।
কোথা হতে চৈত্রমাসে হাঁসের শ্রেণী উড়ে আসে
অঘ্রাণেতে আকাশপথে যায় যে তারা কোথা
আমরা কিছুই জানিনেক সেই সুদূরের কথা।
আমরা জানি গ্রাম ক'খানি চিনি দশটি গিরি,
মা ধরণী রাখেন মোদের কোলের মধ্যে ঘিরি।

সে ছিল ঐ বনের ধারে ভুট্টাখেতের পাশে
যেখানে ঐ ছায়ার তলে জলটি ঝরে আসে।
ঝরণা হ'তে আন্‌তে বারি জুট্‌ত হোথা অনেক নারী,
উঠ্‌ত কত হাসির ধ্বনি তারি ঘরের দ্বারে,
সকাল-সাঁঝে আনাগোনা তারি পথের ধারে।
মিশ্‌ত কুলুকুলুধ্বনি তারি দিনের কাজে,
ঐ রাগিণী পথ হারাত তারি ঘুমের মাঝে!

সন্ধ্যাবেলায় সন্ন্যাসী এক বিপুল জটা শিরে
মেঘে-ঢাকা শিখর হ'তে নেমে এলেন ধীরে।
বিস্ময়েতে আমরা সবে শুধাই "তুমি কেগো হবে?"
বস্‌ল যোগী নিরুত্তরে নির্ঝরিণীর কূলে
নীরবে সেই ঘরের পানে স্থির নয়ন তুলে।
অজানা কোন অমঙ্গলে বক্ষ কাঁপে ডরে,
রাত্রি হ'ল, ফিরে এলেম যে যার আপন ঘরে।

পরদিনে প্রভাত হ'ল দেবদারুর বনে,
ঝরণাতলায় আন্‌তে বারি জুটল নারীগণে।
দুয়ার খোলা দেখে আসি, নাই সে খুসি, নাই সে হাসি,
জলশূন্য কলসখানি গড়ায় গৃহতলে,
নিব-নিব প্রদীপটি সেই ঘরের কোণে জ্বলে।
কোথায় সে যে চলে গেল রাত না পোহাতেই
শূন্য ঘরের দ্বারের কাছে সন্ন্যাসীও নেই।

চৈত্রমাসে রৌদ্র বাড়ে বরফ গলে পড়ে,—
ঝর্‌ণাতলায় বসে মোরা কাঁদি তাহার তরে।
আজিকে এই তৃষার দিনে কোথায় ফেরে নিঝর বিনে
শুষ্ককলস ভরে' নিতে কোথায় পাবে ধারা!
কে জানে সে নিরুদ্দেশে কোথায় হ'ল হারা!
কোথাও কিছু আছে কি গো—শুধাই যারে তারে,—
আমাদের এই আকাশ-ঢাকা দশপাহাড়ের পারে?

গ্রীষ্মবাতে বাতায়নে বাতাস হুহু করে,
বসে আছি প্রদীপ-নেবা তাহার শূন্য ঘরে।
শুনি বসে দ্বারের কাছে ঝরণা যেন তারেই যাচে
বলে, "ওগো আজ্‌কে তোমার নাই কি কোন তৃষা,
জলে তোমার নাই প্রয়োজন এমন গ্রীষ্মনিশা?"
আমিও কেঁদে কেঁদে বলি– "হে অজ্ঞাতচারী,
তৃষ্ণা যদি হারাও তবু ভুলো না এই বারি।"

হেনকালে হঠাৎ যেন লাগ্‌লো চোখে ধাঁধা,
চারিদিকে চেয়ে দেখি নাই পাহাড়ের বাধা।
ঐ যে আসে, কারে দেখি? আমাদের যে ছিল সে কি?
ওগো তুমি কেমন আছ, আছ মনের সুখে?
খোলা আকাশতলে হেথা ঘর কোথা কোন্ মুখে?
নাইক পাহাড়, কোনোখানে ঝর্‌ণা নাহি ঝরে,
তৃষ্ণা পেলে কোথায় যাবে বারিপানের তরে?

সে কহিল "যে ঝরণা সেথা মোদের দ্বারে,
নদী হয়ে সে-ই চলেচে হেথা উদার-ধারে।
সে আকাশ সেই পাহাড় ছেড়ে' অসীম পানে গেছে বেড়ে'
সেই ধরারেই নাইক হেথা পাষাণ-বাঁধা বেঁধে'।"
"সবই আছে, আমরাত নেই" কইনু তারে কেঁদে।
সে কহিল করুণ হেসে "আছ হৃদয়মূলে।"
স্বপন ভেঙে চেয়ে দেখি আছি ঝর্‌ণাকূলে।

৪৮

অত চুপি চুপি কেন কথা কও
ওগো মরণ, হে মোর মবণ।
অতি ধীবে এসে কেন চেয়ে রও,
ওগো এ কি প্রণয়েরি ধবণ?
যবে সন্ধ্যাবেলায় ফুলদল
পড়ে ক্লান্ত বৃন্তে নমিয়া,
যবে ফিবে আসে গোঠে গাভীদল
সারা দিনমান মাঠে ভ্রমিয়া,
তুমি পাশে আসি বস অচপল
ওগো অতি মৃদুগতি-চবণ!
আমি বুঝি না যে কি যে কথা কও,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ!

হায় এমনি কবে কি, ওগো চোর,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ !
চোখে বিছাইয়া দিবে ঘুমঘোর
করি হৃদিতলে অবতরণ !
তুমি এমনি কি ধীরে দিবে দোল
মোর অবশ বক্ষশোণিতে ?
কানে বাজাবে ঘুমের কলরোল
তব কিঙ্কিণি-রণরণিতে ?
শেষে পসারিয়া তব হিম-কোল
মোরে স্বপনে করিবে হরণ ?
আমি বুঝি না যে কেন আস-যাও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ !

কহ মিলনের এ কি রীতি এই,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ !
তার সমারোহভার কিছু নেই
নেই কোন মঙ্গলাচরণ ?
তব পিঙ্গলছবি মহাজট
সে কি চূড়া করি বাঁধা হবে না ?
তব বিজয়োদ্ধত ধ্বজপট
সে কি আগে-পিছে কেহ র'বে না ?
তব মশাল-আলোকে নদীতট
আঁখি মেলিবে না রাঙাবরণ ?

ত্রাসে কেঁপে উঠিবে না ধরাতল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ !

যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন
ওগো মরণ, হে মোর মরণ !
তাঁর কতমত ছিল আয়োজন,
ছিল কতশত উপকরণ !
তাঁর লটপট করে বাঘছাল,
তাঁর বৃষ রহি রহি গরজে,
তাঁর বেষ্টন করি জটাজাল
যত ভুজঙ্গদল তরজে !
তাঁর ববম্বম্ বাজে গাল
দোলে গলায় কপালাভরণ,
তাঁর বিষাণে ফুকারি উঠে তান
ওগো মরণ, হে মোর মরণ !

শুনি শ্মশানবাসীর কল কল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ !
সুখে গৌরীর আঁখি ছলছল
তাঁর কাঁপিছে নিচোলাবরণ।
তাঁর বাম আঁখি ফুরে থর থর
তাঁর হিয়া দুরুদুরু দুলিছে,
তাঁর পুলকিত তনু জরজর
তাঁর মন আপনারে ভুলিছে !

তাঁর মাতা কাঁদে শিরে হানি কর,
ক্ষ্যাপা বরেরে করিতে বরণ,
তাঁর পিতা মনে মানে পরমাদ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ!

তুমি চুরি করি কেন এস চোর
ওগো মরণ, হে মোর মরণ!
শুধু নিরবে কখন্ নিশি ভোর,
শুধু অশ্রু-নিঝর-ঝরণ!
তুমি উৎসব কর সারারাত
তব বিজয়-শঙ্খ বাজায়ে!
মোরে কেড়ে লও তুমি ধরি হাত
নব রক্তবসনে সাজায়ে!
তুমি কারে করিয়ো না দৃক্‌পাত
আমি নিজে লব তব শরণ,
যদি গৌরবে মোরে লয়ে যাও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ!

যদি কাজে থাকি আমি গৃহমাঝ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ!
তুমি ভেঙে দিয়ো মোর সব কাজ
কোরো সব লাজ অপহরণ!
যদি স্বপনে মিটায়ে সব সাধ
আমি শুয়ে থাকি সুখশয়নে,

যদি হৃদয়ে জড়ায়ে অবসাদ
থাকি আধজাগরূক নয়নে,
তবে শঙ্খে তোমার তুলো নাদ
করি প্রলয়শ্বাস ভরণ,
আমি ছুটিয়া আসিব ওগো নাথ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

আমি যাব, যেথা তব তরী রয়
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
যেথা অকূল হইতে বায়ু বয়
করি আঁধারের অনুসরণ।
যদি দেখি ঘনঘোর মেঘোদয়
দূর ঈশানের কোণে আকাশে,
যদি বিদ্যুৎফণী জ্বালাময়
তার উদ্যত ফণা বিকাশে,
আমি ফিরিব না করি মিছা ভয়
আমি করিব নিরবে তরণ
সেই মহাবরষার রাঙা জল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

৪৯

সে ত সেদিনের কথা, বাক্যহীন যবে
এসেছিনু প্রবাসীর মত এই ভবে
বিনা কোন পরিচয়, রিক্ত শূন্য হাতে,
একমাত্র ক্রন্দন সম্বল ল'য়ে সাথে।
আজ সেথা কি করিয়া মানুষের প্রীতি
কণ্ঠ হ'তে টানি লয় যত মোর গীতি।
এ ভুবনে মোর চিত্তে অতি অল্প স্থান
নিয়েছ, ভুবননাথ। সমস্ত এ প্রাণ
সংসারে করেছ পূর্ণ। পাদপ্রান্তে তব
প্রত্যহ যে ছন্দে বাঁধা গীত নব নব
দিতেছি অঞ্জলি, তাও তব পূজা-শেষে
লবে সবে তোমা সাথে মোরে ভালবেসে
এই আশাখানি মনে আছে অবিচ্ছেদে
যে প্রবাসে রাখ সেথা প্রেমে রাখ বেঁধে।

নব নব প্রবাসেতে নব নব লোকে
বাঁধিবে এমনি প্রেমে। প্রেমের আলোকে
বিকশিত হব আমি ভুবনে ভুবনে
নব নব পুষ্পদলে ; প্রেম-আকর্ষণে
যত গূঢ় মধু মোর অন্তরে বিলসে
উঠিবে অক্ষয় হ'য়ে নব নব রসে
বাহিরে আসিবে ছুটি,—অন্তহীন প্রাণে
নিখিল জগতে তব প্রেমের আহ্বানে
নব নব জীবনের গন্ধ যাব রেখে',
নব নব বিকাশের বর্ণ যাবে এঁকে।
কে চাহে সঙ্কীর্ণ অন্ধ অমরতা-কূপে
এক ধরাতল মাঝে শুধু একরূপে
বাঁচিয়া থাকিতে ? নব নব মৃত্যুপথে
তোমারে পূজিতে যাব জগতে জগতে।

BENGAL ... 6 JUN 1914 ... LIBRARY

স্মরণ

৭ই অগ্রহায়ণ ১৩০৯

স্মরণ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মূল্য চারি আনা।

প্রকাশক
শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু
ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস
২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কান্তিক প্রেস
২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী

আজিকে তুমি ঘুমাও আমি জাগিয়া রব দুয়ারে ... ৩২

আজি প্রভাতেও শ্রান্ত নয়নে ১

আপনার মাঝে আমি করি অনুভব ১৪

আমার ঘরেতে আর নাই সে যে নাই ৭

এ সংসারে একদিন নব-বধূবেশে ১৮

এস বসন্ত এস আজ তুমি ২৩

গোধূলি নিঃশব্দে আসি আপন অঞ্চলে ঢাকে যথা ... ২৯

ঘরে যবে ছিলে মোরে ডেকেছিলে ঘরে ৮

জাগরে জাগরে চিত্ত জাগরে ৩০

জ্বালো ওগো জ্বালো ওগো সন্ধ্যাদীপ জ্বালো ২৮

তখন নিশীথ রাত্রি ; গেলে ঘর হ'তে ৫

তুমি মোর জীবনের মাঝে ১৫

তোমার সকল কথা বল নাই, পারনি বলিতে ১২

দেখিলাম খানকয় পুরাতন চিঠি ১৭

পাগল বসন্ত-দিন কতবার অতিথির বেশে ২২

প্রেম এসেছিল, চলে গেল সে যে খুলি' দ্বার ৩

বজ্র যথা বর্ষণেরে আনে অগ্রসরি' ২০

বহুরে যা এক করে ; বিচিত্রেরে করে যা সরস ... ২৬

ভাল তুমি বেসেছিলে এই শ্যাম ধরা ৩৩

মিলন সম্পূর্ণ আজি হ'ল তোমা সনে ১০

মৃত্যুর নেপথ্য হতে আরবার এলে তুমি ফিরে' … ১৩
যত দিন কাছে ছিলে বল কি উপায়ে … … ৯
যে ভাবে রমণীরূপে আপন মাধুরী … … ২৭
সংসার সাজায়ে তুমি আছিলে রমণী … … ২১
সে যখন বেঁচেছিল গো, তখন … … ২
স্বল্প-আয়ু এ জীবনে যে কয়টি আনন্দিত দিন … … ১৯
হে লক্ষ্মী তোমার আজি নাই অন্তঃপুর … … ১১

১

আজি প্রভাতেও শ্রান্ত নয়নে
বয়েছে কাতব ঘোব ।
দুখ-শয্যায় কবি জাগবণ
বজনী হযেছে ভোব ।
নব ফুটন্ত ফুল-কাননেব,
নব জাগ্রত শীত পবনেব
সাথী হইবাবে পাবেনি আজিও
এ দেহ-হৃদয় মোব ।
আজি মোব কাছে প্রভাত তোমাব
কব গো আড়াল কব' ।
এ খেলা এ মেলা এ আলো এ গীত
আজি হেথা হতে হ'ব ।
প্রভাত-জগত হতে মোবে ছিঁড়ি'
করুণ আঁধাবে লহ মোবে ঘিবি,'
উদাস হিয়াবে তুলিয়া বাঁধুক্
তব স্নেহবাহু-ডোব ।

২

সে যখন বেঁচেছিল গো, তখন
যা দিয়েছে বারবার
তার প্রতিদান দিব যে এখন
সে সময় নাহি আর!
রজনী তাহার হয়েছে প্রভাত,
তুমি তারে আজি লয়েছ, হে নাথ,
তোমারি চরণে দিলাম সঁপিয়া
কৃতজ্ঞ উপহার!
তার কাছে যত করেছিনু দোষ,
যত ঘটেছিল ত্রুটি,
তোমা কাছে তার মাগি লব ক্ষমা
চরণের তলে লুটি!
তারে যাহা কিছু দেওয়া হয় নাই,
তারে যাহা কিছু সঁপিবারে চাই,
তোমারি পূজার থালায় ধরিনু
আজি সে প্রেমের হার!

৩

প্রেম এসেছিল, চলে গেল সে যে খুলি' দ্বার
আর কভু আসিবে না।
বাকি আছে শুধু আরেক অতিথি আসিবার
তারি সাথে শেষ চেনা।
সে আসি' প্রদীপ নিবাইয়া দিবে একদিন,
তুলি' ল'বে মোরে রথে।
নিয়ে যাবে মোরে গৃহ হ'তে কোন্ গৃহহীন
গ্রহ তারকার পথে।

ততকাল আমি একা বসি' র'ব খুলি দ্বার,
কাজ করি' ল'ব শেষ।
দিন হ'বে যবে আরেক অতিথি আসিবার
পাবে না সে বাধালেশ।
পূজা-আয়োজন সব সারা হ'বে একদিন,
প্রস্তুত হ'য়ে র'ব,
নীরবে বাড়ায়ে বাহু-দুটি সেই গৃহহীন
অতিথিরে বরি' ল'ব।

যে জন আজিকে ছেড়ে' চলে' গেল খুলি' দ্বার
সেই বলে' গেল ডাকি',
মোছ আঁখিজল, আরেক অতিথি আসিবার
এখনো রয়েছে বাকি।
সেই বলে' গেল, গাঁথা সেরে নিয়ো একদিন
জীবনের কাঁটা বাছি',
নব গৃহ মাঝে বহি' এনো, তুমি গৃহহীন,
পূর্ণ মালিকাগাছি।

৪

তখন নিশীথ রাত্রি ; গেলে ঘর হ'তে
যে পথে চলনি কভু সে অজানা পথে।
যাবাব বেলায় কোনো বলিলে না কথা,
লইয়া গেলেনা কারো বিদায়-বারতা।
সুপ্তিমগ্ন বিশ্ব মাঝে বাহিরিলে একা,
অন্ধকারে খুঁজিলাম, না পেলাম দেখা।
মঙ্গল মূরতি সেই চিরপরিচিত
অগণ্য তারার মাঝে কোথা অন্তর্হিত !

গেলে যদি একেবারে গেলে রিক্ত হাতে ?
এ ঘর হইতে কিছু নিলে না কি সাথে ?
বিশ-বৎসরের তব সুখদুঃখ ভার
ফেলে রেখে দিয়ে গেলে কোলেতে আমার !
প্রতি-দিবসের প্রেমে কতদিন ধরে'
যে ঘর বাঁধিলে তুমি সুমঙ্গল-করে,
পরিপূর্ণ করি' তারে স্নেহের সঞ্চয়ে
আজ তুমি চলে গেলে কিছু নাহি লয়ে ?

তোমার সংসার মাঝে, হায়, তোমা-হীন
এখনো আসিবে কত সুদিন-দুর্দ্দিন,—
তখন এ শূন্য ঘরে চিরাভ্যাস টানে
তোমারে খুঁজিতে এসে চার কার পানে ?
আজ শুধু এক প্রশ্ন মোর মনে জাগে—
হে কল্যাণি, গেলে যদি, গেলে মোর আগে,
মোর লাগি' কোথাও কি দুটি স্নিগ্ধ করে
রাখিবে পাতিয়া শয্যা চিরসন্ধ্যা তরে ?

৫

আমার ঘরেতে আর নাই সে যে নাই,
যাই আর ফিরে আসি, খুঁজিয়া না পাই।
আমার ঘরেতে নাথ, এইটুকু স্থান—
সেথা হতে যা হারায় মেলেনা সন্ধান।
অনন্ত তোমার গৃহ, বিশ্বময় ধাম,
হে নাথ, খুঁজিতে তারে সেথা আসিলাম।
দাঁড়ালেম তব সন্ধ্যাগগনের তলে,
চাহিলাম তোমাপানে নয়নের জলে।
কোনো মুখ, কোনো সুখ, আশাতৃষা কোনো
যেথা হতে হারাইতে পারে না কখনো,
সেথায় এনেছি মোর পীড়িত এ হিয়া,
দাও তারে, দাও তারে, দাও ডুবাইয়া!
ঘরে মোর নাহি আর যে অমৃত রস,
বিশ্ব মাঝে পাই সেই হারানো পরশ।

৬

ঘরে যবে ছিলে মোরে ডেকেছিলে ঘরে
তোমার করুণাপূর্ণ সুধাকণ্ঠ স্বরে।
আজ তুমি বিশ্বমাঝে চলে গেলে যবে
বিশ্বমাঝে ডাক মোরে সে করুণ রবে।
খুলি' দিয়া গেলে তুমি যে গৃহ দুয়ার
সে দ্বার রুধিতে কেহ কহিবে না আর।
বাহিরের রাজপথ দেখালে আমায়,
মনে রয়ে' গেল তব নিঃশব্দ বিদায়।
আজি বিশ্বদেবতার চরণ আশ্রয়ে
গৃহলক্ষ্মী দেখা দাও বিশ্ব লক্ষ্মী হয়ে।
নিখিল নক্ষত্র'হতে কিরণের রেখা
সীমন্তে আঁকিয়া দিক সিন্দুরের লেখা।
একান্তে বসিয়া আজি করিতেছি ধ্যান
সবার কল্যাণে হোক্ তোমার কল্যাণ!

৭

যত দিন কাছে ছিলে বল কি উপায়ে
আপনারে রেখেছিলে এমন লুকায়ে ?
ছিলে তুমি আপনার কর্ম্মের পশ্চাতে
অন্তর্যামী বিধাতার চোখের সাক্ষাতে।
প্রতি দণ্ড মুহূর্ত্তের অন্তরাল দিয়া
নিঃশব্দে চলিয়া গেছ নম্র-নত-হিয়া।
আপন সংসারখানি করিয়া প্রকাশ
আপনি ধরিয়াছিলে কি অজ্ঞাতবাস!
আজি যবে চলি' গেলে খুলিয়া দুয়ার
পরিপূর্ণ রূপখানি দেখালে তোমার।
জীবনের সব দিন সব খণ্ড কাজ
ছিন্ন হয়ে পদতলে পড়ি' গেল আজ।—
তব দৃষ্টিখানি আজি বহে চিরদিন
চির জনমের দেখা পলক-বিহীন।

৮

মিলন সম্পূর্ণ আজি হ'ল তোমা সনে
এ বিচ্ছেদ-বেদনার নিবিড় বন্ধনে।
এসেছ একান্ত কাছে, ছাড়ি' দেশকাল
হৃদয়ে মিশায়ে গেছ ভাঙি অন্তরাল।
তোমারি নয়নে আজ হেরিতেছি সব,
তোমারি বেদনা বিশ্বে করি অনুভব।
তোমার অদৃশ্য হাত হেরি মোর কাজে,
তোমারি কামনা মোর কামনার মাঝে।
দুজনের কথা দোঁহে শেষ করি লব
সে রাত্রে ঘটেনি হেন অবকাশ তব?
বাণীহীন বিদায়ের সেই বেদনায়
চারিদিকে চাহিয়াছি ব্যর্থ বাসনায়।
আজি এ হৃদয়ে সর্ব্ব-ভাবনার নীচে
তোমার আমার বাণী একত্রে মিলিছে।

৯

হে লক্ষ্মী তোমার আজি নাই অন্তঃপুর।
সরস্বতী রূপ আজি ধরেছ মধুর,
দাঁড়ায়েছ সঙ্গীতের শতদল দলে।
মানস-সরসী আজি তব পদতলে
নিখিলের প্রতিবিম্বে রচিছে তোমায়।
চিত্তের সৌন্দর্য্য তব বাধা নাহি পায়—
সে আজি বিশ্বের মাঝে মিশিছে পুলকে
সকল আনন্দে আর সকল আলোকে
সকল মঙ্গল সাথে! তোমার কঙ্কণ
কোমল কল্যাণপ্রভা করেছে অর্পণ
সকল সতীর করে। স্নেহাতুর হিয়া
নিখিল নারীর চিত্তে গিয়েছে লাগিয়া।
সেই বিশ্বমূর্ত্তি তব আমারি অন্তরে
লক্ষ্মী-সরস্বতী রূপে পূর্ণরূপ ধরে।

১০

তোমার সকল কথা বল নাই, পারনি বলিতে,
আপনারে খর্ব্ব করি' রেখেছিলে, তুমি হে লজ্জিতে,
যত দিন ছিলে হেথা। হৃদয়ের গূঢ় আশাগুলি
যখন চাহিত তারা কাঁদিয়া উঠিতে কণ্ঠ তুলি'
তর্জ্জনী-ইঙ্গিতে তুমি গোপনে করিতে সাবধান
ব্যাকুল সঙ্কোচবশে, পাছে ভুলে পায় অপমান।
আপনার অধিকার নীরবে নির্ম্মম নিজ করে
রেখেছিলে সংসারের সবার পশ্চাতে হেলাভরে।
লজ্জার অতীত আজি মৃত্যুতে হয়েছ মহীয়সী,—
মোর হৃদিপদ্মদলে নিখিলের অগোচরে বসি
নতনেত্রে বল তব জীবনের অসমাপ্ত কথা
ভাষাবাধাহীন বাক্যে। দেহমুক্ত তব বাহুলতা
জড়াইয়া দাও মোর মর্ম্মের মাঝারে একবার—
আমার অন্তরে রাখ তোমার অন্তিম অধিকার।

১১

মৃত্যুর নেপথ্য হতে আরবার এলে তুমি ফিরে'
নূতন বধূর সাজে হৃদয়ের বিবাহ-মন্দিরে
নিঃশব্দ চরণপাতে! ক্লান্ত জীবনের যত গ্লানি
ঘুচেছে মরণস্নানে। অপরূপ নব রূপখানি
লভিয়াছ এ বিশ্বের লক্ষ্মীর অক্ষয় কৃপা হ'তে।
স্মিতস্নিগ্ধমুগ্ধমুখে এ চিত্তের নিভৃত আলোতে
নির্ব্বাক্ দাঁড়ালে আসি! মরণের সিংহদ্বার দিয়া
সংসার হইতে তুমি অন্তরে পশিলে আসি, প্রিয়া।
আজি বাজে নাই বাদ্য, ঘটে নাই জনতা-উৎসব,
জ্বলে নাই দীপমালা; আজিকার আনন্দ গৌরব
প্রশান্ত গভীর স্তব্ধ বাক্যহারা অশ্রুনিমগণ।
আজিকার এই বার্ত্তা জানে নি শোনে নি কোনজন।
আমার অন্তর শুধু জেলেছে প্রদীপ একখানি,—
আমার সঙ্গীত শুধু একা গাঁথে মিলনের বাণী।

১২

আপনার মাঝে আমি করি অনুভব
পূর্ণতর আজি আমি। তোমার গৌরব
মুহূর্ত্তে মিশায়ে তুমি দিয়েছ আমাতে।
ছোঁয়ায়ে দিয়েছ তুমি আপনার হাতে
মৃত্যুর পরশমণি আমার জীবনে।
উঠেছ আমার শোকযজ্ঞহুতাশনে
নবীন নির্ম্মল মূর্ত্তি,—আজি তুমি সতী
ধরিয়াছ অনিন্দিত সতীত্বের জ্যোতি,—
নাহি তাহে শোকদাহ, নাহি মলিনিমা,—
ক্লান্তিহীন কল্যাণের বহিয়া মহিমা
নিঃশেষে মিশিয়া গেছ মোর চিত্ত সনে।
তাই আজি অনুভব করি সর্ব্বমনে—
মোর পুরুষের প্রাণ গিয়েছে বিস্তারি'
নিত্য তাহে মিলি গিয়া মৃত্যুহীন নারী!

১৩

তুমি মোর জীবনের মাঝে
মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী।
চির-বিদায়ের আভা দিয়া
রাঙায়ে গিয়েছ মোর হিয়া,
এঁকে গেছ সব ভাবনায়
সূর্য্যাস্তের বরণ চাতুরী।
জীবনের দিক্‌চক্রসীমা
লভিয়াছে অপূর্ব্ব মহিমা,
অশ্রুধৌত হৃদয়-আকাশে
দেখা যায় দূর স্বর্গপুরী।
তুমি মোর জীবনের মাঝে
মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী।

তুমি ওগো কল্যাণরূপিণী
মরণেরে করেছ মঙ্গল।
জীবনের পরপার হতে
প্রতিক্ষণে মর্ত্ত্যের আলোতে
পাঠাইছ তব চিত্তখানি
মৌনপ্রেমে সজল-কোমল।

মৃত্যুর নিভৃত স্নিগ্ধ ঘরে
বসে আছ বাতায়ন পরে,
জ্বালায়ে রেখেছ দীপখানি
চিরন্তন আশায় উজ্জ্বল।
তুমি ওগো কল্যাণরূপিনী
মরণেরে করেছ মঙ্গল।
তুমি মোর জীবন মরণ
বাঁধিয়াছ দুটি বাহু দিয়া।
প্রাণ তব করি অনাবৃত
মৃত্যুমাঝে মিলালে অমৃত,
মরণেরে জীবনের প্রিয়
নিজ হাতে করিযাছ, প্রিয়া।
খুলিয়া দিয়াছ দ্বারখানি,
যবনিকা লইযাছ টানি',
জন্ম-মরণের মাঝখানে
নিস্তব্ধ রয়েছ দাঁড়াইযা।
তুমি মোর জীবন-মরণ
বাঁধিয়াছ দুটি বাহু দিয়া।

১৪

দেখিলাম খানকয় পুবাতন চিঠি—
স্নেহমুগ্ধ জীবনেব চিহ্ন দু'চাবিটি
স্মৃতিব খেলেনা ক'টি বহু যত্নভবে
গোপনে সঞ্চয় কবি' বেখেছিলে ঘবে ।
যে প্রবল কালস্রোতে প্রলয়েব ধাবা
ভাসাইয়া যায় কত ববিচন্দ্র তাবা
তাবি কাছ হ'তে তুমি বহু ভযে ভযে
এই ক'টি তুচ্ছ বস্তু চুবি কবে' লয়ে
লুকাযে বাখিয়াছিলে,—বলেছিলে মনে
অধিকাব নাই কাবো আমাব এ ধনে।
আশ্রয় আজিকে তাবা পাবে কাব কাছে ?
জগতেব কাবো নয় তবু তারা আছে ।
তাদেব যেমন তব বেখেছিল স্নেহ
তোমাবে তেমনি আজ বাখেনি কি কেহ ?

২

১৫

এ সংসারে একদিন নব-বধূবেশে
তুমি যে আমার পাশে দাঁড়াইলে এসে,
রাখিলে আমার হাতে কম্পমান হাত
সে কি অদৃষ্টের খেলা, সে কি অকস্মাৎ ?
শুধু এক মুহূর্ত্তের এ নহে ঘটনা,
অনাদিকালের এই আছিল মন্ত্রণা।
দোঁহার মিলনে মোরা পূর্ণ হব দোঁহে
বহু যুগ আসিয়াছি এই আশা বহে'।
নিয়ে গেছ কতখানি মোর প্রাণ হ'তে,
দিয়ে গেছ কতখানি এ জীবনস্রোতে।
কত দিনে কত রাত্রে কত লজ্জাভয়ে
কত ক্ষতিলাভে কত জয়ে পরাজয়ে
রচিতেছিলাম যাহা মোরা শ্রান্তিহারা
সাঙ্গ কে করিবে তাহা মোরা দোঁহে ছাড়া ?

১৬

স্বল্প-আয়ু এ জীবনে যে কয়টি আনন্দিত দিন—
কম্পিত পুলকভরে, সঙ্গীতের বেদনা-বিলীন—
লাভ করেছিলে, লক্ষ্মী, সে কি তুমি নষ্ট করি যাবে ?
সে আজি কোথায় তুমি যত্ন করি রাখিছ কি ভাবে
তাই আমি খুঁজিতেছি ! সূর্য্যাস্তের স্বর্ণ মেঘস্তরে
চেয়ে দেখি একদৃষ্টে,—সেথা কোন্ করুণ অক্ষরে
লিখিয়াছ সে জন্মের সায়াহ্নের হারানো কাহিনী।
আজি এই দ্বিপ্রহরে পল্লবের মর্ম্মর-রাগিণী
তোমার সে করেকার দীর্ঘশ্বাস করিছে প্রচার।
আতপ্ত শীতের রৌদ্রে নিজহস্তে করিছ বিস্তার
কত শীতমধ্যাহ্নের সুনিবিড় সুখের স্তব্ধতা।
আপনার পানে চেয়ে বসে বসে ভাবি এই কথা —
কত তব রাত্রিদিন কত সাধ মোরে ঘিরে আছে,
তাদের ক্রন্দন শুনি ফিরে ফিরে ফিরিতেছে কাছে !

১৭

বজ্র যথা বর্ষণেরে আনে অগ্রসরি'
কে জানিত তব শোক সেই মত করি
আনি দিবে অকস্মাৎ জীবনে আমার
বাধাহীন মিলনের নিবিড় সঞ্চার!
মোর অশ্রুবিন্দুগুলি কুড়ায়ে আদরে
গাঁথিয়া সীমন্তে পরি' ব্যর্থশোক পরে
নীরবে হানিছ তব কৌতুকের হাসি।
ক্রমে সবা হতে যত দূরে গেলে ভাসি'
তত মোর কাছে এলে! জানি না কি করে,
সবারে বঞ্চিয়া তব সব দিলে মোরে!
মৃত্যুমাঝে আপনারে করিয়া হরণ
আমার জীবনে তুমি ধরেছ জীবন,
আমার নয়নে তুমি পেতেছ আলোক—
এই কথা মনে জানি' নাই মোর শোক!

১৪

সংসার সাজায়ে তুমি আছিলে রমণী ;
আমার জীবন আজি সাজাও তেমনি
নির্ম্মল সুন্দর-করে। ফেলি দাও বাছি
যেথা আছে যত ক্ষুদ্র তৃণকুটাগাছি—
অনেক আলস্যক্লান্ত দিনরজনীর
উপেক্ষিত ছিন্নখণ্ড যত। আন নীর,
সকল কলঙ্ক আজি করগো মার্জ্জনা
বাহিরে ফেলিয়া দাও যত আবর্জ্জনা।
যেথা মোর পূজাগৃহ নিভৃত মন্দিরে
সেথায় নীরবে এস দ্বার খুলি' ধীরে—
মঙ্গল-কনক-ঘটে পুণ্যতীর্থ জল
সযত্নে ভরিয়া রাখ, পূজা শতদল
স্বহস্তে তুলিয়া আন। সেথা দুইজনে
দেবতার সম্মুখেতে বসি একাসনে।

১৯

পাগল বসন্ত-দিন কতবার অতিথির বেশে
তোমার আমার দ্বারে বীণাহাতে এসেছিল হেসে,
লয়ে তার কত গীত কত মন্ত্র মন ভুলাবার,
যাদু করিবার কত পুষ্পপত্র আয়োজন ভার।—
কুহুতানে হেঁকে গেছে "খোলো ওগো খোল দ্বার খোলো
কাজকর্ম্ম ভোলো আজি, ভোলো বিশ্ব, আপনারে ভোলে
এসে এসে কত দিন চলে গেছে দ্বারে দিয়ে নাড়া,—
আমি ছিনু কোন্ কাজে, তুমি তারে দাও নাই সাড়া।
আজ তুমি চলে গেছ, সে এল দক্ষিণ বায়ু বহি',
আজ তারে ক্ষণকাল ভুলে থাকি হেন সাধ্য নাহি।
আনিছে সে দৃষ্টি তব, তোমার প্রকাশহীন বাণী,
মর্ম্মরি তুলিছে কুঞ্জে তোমার আকুল চিত্তখানি।
মিলনের দিনে যারে কতবার দিয়েছিনু ফাঁকি,
তোমার বিচ্ছেদ তারে শূন্যঘরে আনে ডাকি ডাকি!

২০

এস বসন্ত এস আজ তুমি
　আমারো দুয়ারে এসো !
ফুল তোলো নাই, ভাঙা আয়োজন,
নিবে গেছে দীপ, শূন্য আসন,
আমার ঘরের শ্রীহীন মলিন
　দীনতা দেখিয়া হেসো,
তবু বসন্ত তবু আজ তুমি
　আমারো দুয়ারে এসো !

আজিকে আমার সব বাতায়ন
   রয়েছে—রয়েছে খোলা।
বাধাহীন দিন পড়ে আছে আজ,
নাই কোনো আশা, নাই কোনো কাজ,
আপনা-আপনি দক্ষিণ বায়ে
   দুলিছে চিত্ত দোলা।
শূন্য ঘরের সব বাতায়ন
   আজিকে রয়েছে খোলা।

কত দিবসের হাসি ও কান্না
   হেথা হ'য়ে গেছে সারা।
ছাড়া পাক্ তারা তোমার আকাশে,
নিশ্বাস পাক্ তোমার বাতাসে,
নব নব রূপে লভুক জন্ম
   বকুলে চাঁপায় তা'রা,
গত দিবসের হাসি ও কান্না
   যত হ'য়ে গেছে সারা।

আমার বক্ষে বেদনার মাঝে
   কর তব উৎসব!
আন তব হাসি, আন তব বাঁশী,
ফুলপল্লব আন রাশি রাশি,

ফিরিয়া ফিরিয়া গান গেয়ে যাক্
যত পাখী আছে সব,
বেদনা আমার ধ্বনিত করিয়া
কর তব উৎসব।

সেই কলরবে অন্তরমাঝে
পাব, পাব আমি সাড়া।
দ্যুলোকে ভূলোকে বাঁধি এক দল
তোমরা করিবে যবে কোলাহল,
হাসিতে হাসিতে মরণের দ্বারে
বারে বারে দিবে নাড়া—
সেই কলরবে অন্তরমাঝে
পাব, পাব আমি সাড়া।

২১

বহুরে যা এক করে, বিচিত্রেরে করে যা সরস,—
প্রভূতেরে কবি' আনে নিজ ক্ষুদ্র তর্জনীর বশ,
বিবিধ-প্রযাস ক্ষুব্ধ দিবসেরে ল'যে আসে ধীরে
সুপ্তিসুনিবিড় শান্ত স্বর্ণময সন্ধ্যার তিমিরে
ধ্রুবতারা-দীপ-দীপ্ত সুতৃপ্ত নিভৃত অবসানে,
বহুবাক্য-ব্যাকুলতা ডুবায় যা একখানি গানে
বেদনার সুধারসে,—সেই প্রেম হ'তে মোরে প্রিযা
রেখো না বঞ্চিত করি,—প্রতিদিন থাকিয়ো জাগিযা
আমার দিনান্ত মাঝে কঙ্কণের কনক কিরণ
নিদ্রার আঁধারপটে আঁকি দিবে সোনার স্বপন,
তোমার চরণ-পাত মোর স্তব্ধ সাযাহ্ন-আকাশে
নিঃশব্দে পড়িবে ধরা আরক্তিম অলক্ত-আভাসে,
এ জীবন নিয়ে যাবে অনিমেষ নযনের টানে
তোমার আপন কক্ষে পরিপূর্ণ মরণের পানে।

২২

যে ভাবে রমণীরূপে আপন মাধুরী
আপনি বিশ্বের নাথ করিছেন চুরি ;
যে ভাবে সুন্দর তিনি সর্ব্ব চরাচরে,
যে ভাবে আনন্দ তাঁর প্রেমে খেলা করে,—
যে ভাবে লতায় ফুল, নদীতে লহরী,
যে ভাবে বিরাজে লক্ষ্মী বিশ্বের ঈশ্বরী,
যে ভাবে নবীন মেঘ বৃষ্টি করে দান,
তটিনী ধরাবে স্তন্য করাইছে পান,
যে ভাবে পরম-এক আনন্দে উৎসুক
আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ,
দুয়ের মিলনঘাতে বিচিত্র বেদনা
নিত্য বর্ণগন্ধগীত করিছে রচনা,
হে রমণী ক্ষণকাল আসি মোর পাশে
চিত্ত ভরি দিলে সেই রহস্য আভাসে !

২৩

জ্বালো ওগো জ্বালো ওগো সন্ধ্যাদীপ জ্বালো !
হৃদয়ের একপ্রান্তে ওইটুকু আলো
স্বহস্তে জাগায়ে রাখ ! তাহারি পশ্চাতে
আপনি বসিয়া থাক আসন্ন এ রাতে
যতনে বাঁধিয়া বেণী আজি রক্তাম্বরে
আমার বিক্ষিপ্ত চিত্ত কাড়িবার তরে
জীবনের জাল হ'তে। বুঝিয়াছি আজি
বহুকর্ম্মকীর্ত্তিখ্যাতি আয়োজনরাজি
শুষ্ক বোঝা হয়ে থাকে, সব হয় মিছে
যদি সেই স্তূপাকার উদ্যোগের পিছে
না থাকে একটি হাসি ; নানা দিক্ হ'তে
নানা দর্প নানা চেষ্টা সন্ধ্যার আলোতে
এক গৃহে ফিরে যদি নাহি রাখে স্থির
একটি প্রেমের পায়ে শ্রান্ত নতশির ।

২৪

গোধূলি নিঃশব্দে আসি আপন অঞ্চলে ঢাকে যথা
কর্ম্মক্লান্ত সংসারের যত ক্ষত যত মলিনতা,
ভগ্ন-ভবনের দৈন্য, ছিন্ন-বসনের লজ্জা যত—
তব লাগি স্তব্ধ শোক স্নিগ্ধ দুই হাতে সেই মত
প্রসারিত ক'রে দিক্ অবারিত উদার তিমিব
আমার এ জীবনের বহু ক্ষুব্ধ দিনযামিনীর
স্খলন খণ্ডতা ক্ষতি ভগ্ন-দীর্ণ জীর্ণতার 'পরে,—
সব ভাল মন্দ নিয়ে মোর প্রাণ দিক্ এক করে
বিষাদের একখানি স্বর্ণময় বিশাল বেষ্টনে।
আজ কোনো আকাঙ্ক্ষার কোনো ক্ষোভ নাহি থাক্ মনে,
অতীত অতৃপ্তিপানে যেন নাহি চাই ফিরে ফিরে—
যাহা কিছু গেছে যাক্, আমি চলে যাই ধীরে ধীবে
তোমার মিলনদীপ অকম্পিত যেথায় বিরাজে
ত্রিভুবন দেবতার ক্লান্তিহীন আনন্দের মাঝে!

২৫

জাগবে জাগবে চিত্ত জাগবে।
জোয়ার এসেছে অশ্রুসাগরে।
কূল তার নাহি জানে,
বাঁধ আর নাহি মানে,
তাহারি গর্জ্জনগানে জাগবে।
তরী তোর নাচে অশ্রুসাগরে।

আজি এ ঊষার পুণ্য লগনে
উঠেছে নবীন সূর্য্য গগনে।
দিশাহারা বাতাসেই
বাজে মহামন্ত্র সেই
অজানা যাত্রার এই লগনে
দিক্ হতে দিগন্তের গগনে।

জানি না উদার শুভ্র-আকাশে
কি জাগে অরুণদীপ্ত আভাসে।
জানি না কিসের লাগি
অতল উঠেছে জাগি
বাহু তোলে কারে মাগি' আকাশে,
পাগল কাহার দীপ্ত আভাসে।

শূন্য মরুময় সিন্ধু-বেলাতে
বন্যা মাতিয়াছে রুদ্র-খেলাতে।
  হেথায় জাগ্রত দিন
  বিহঙ্গের গীতহীন,
শূন্য এ বালুকা-লীন বেলাতে,
এই ফেন-তরঙ্গের খেলাতে।

দুলেরে, দুলেরে, অশ্রু দুলেরে
আঘাত করিয়া বক্ষ-কূলেরে।
  সম্মুখে অনন্ত লোক
  যেতে হবে যেথা হোক্,
অকূল আকুল শোক দুলেরে
ধায় কোন্ দূর স্বর্ণ-কূলে রে!

আঁকড়ি থেকো না অন্ধ ধরণী,
খুলে দে খুলে দে বন্ধ তরণী।
  অশান্ত পালের 'পবে
  বায়ু লাগে হাহা রবে',
দূরে তোর থাক পড়ে ধরণী!
আর না রাখিস্ রুদ্ধ তরণী!

২৬

আজিকে তুমি ঘুমাও আমি জাগিয়া রব দুয়ারে,
রাখিব জ্বালি' আলো।
তুমি ত ভাল বেসেছ আজি একাকী শুধু আমারে
বাসিতে হবে ভালো।
আমার লাগি তোমারে আর হবে না কভু সাজিতে,
তোমার লাগি আমি
এখন হ'তে হৃদয় খানি সাজায়ে ফুল-রাজিতে
রাখিব দিনযামী।

তোমার বাহু কত না দিন শ্রান্তিদুখ ভুলিয়া
গিয়েছে সেবা করি'।
আজিকে তারে সকল তার কর্ম্ম হ'তে তুলিয়া
রাখিব শিরে ধরি'।
এবার তুমি তোমার পূজা সাঙ্গ করি চলিলে
সঁপিয়া মনপ্রাণ,
এখন হ'তে আমার পূজা লহ গো আঁখি সলিলে,
আমার স্তবগান।

২৭

ভাল তুমি বেসেছিলে এই শ্যাম ধরা,
তোমার হাসিটি ছিল বড় সুখে ভরা।
মিলি নিখিলের স্রোতে
জেনেছিলে খুসি হতে,
হৃদয়টি ছিল তাই হৃদিপ্রাণহরা।
তোমার আপন ছিল এই শ্যাম ধরা।

আজি এ উদাস মাঠে আকাশ বাহিয়া
তোমার নয়ন যেন ফিরিছে চাহিয়া।
তোমার সে হাসিটুক,
সে চেয়ে-দেখার সুখ
সবারে পরশি চলে বিদায় গাহিয়া
এই তালবন গ্রাম প্রান্তর বাহিয়া।

তোমার সে ভাল-লাগা মোর চোখে আঁকি',
আমার নয়নে তব দৃষ্টি গেছ রাখি'।
আজি আমি একা-একা
দেখি দুজনের দেখা ?
তুমি করিতেছ ভোগ মোর মনে থাকি,
আমার তারায় তব মুগ্ধদৃষ্টি আঁকি'।

এই যে শীতের আলো শিহরিছে বনে,
শিরীষের পাতাগুলি ঝরিছে পবনে—
তোমার আমার মন
খেলিতেছে সারাক্ষণ
এই ছায়া-আলোকের আকুল কম্পনে,
এই শীত-মধ্যাহ্নের মর্ম্মরিত বনে।

আমার জীবনে তুমি বাঁচ ওগো বাঁচ।
তোমার কামনা মোর চিত্ত দিয়ে যাচ।
যেন আমি বুঝি মনে
অতিশয় সঙ্গোপনে
তুমি আজি মোর মাঝে আমি হয়ে আছ।
আমারি জীবনে তুমি বাঁচ ওগো বাঁচ!